Contents

সোনামণি প্রতিভা

৪৫তম সংখ্যা, জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী ২০২১
protiva.ahlehadeethbd.org

জাবের (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ‘যে ব্যক্তি বলবে ‘সুবহানাল্লাহিল ‘আযীম ওয়া বিহামদিহী’ (প্রশংসাসহ মহান আল্লাহ্র পবিত্রতা বর্ণনা করি) তার জন্য জান্নাতে একটি খেজুর গাছ লাগানো হবে’ *(তিরমিযী, হা/৩৪৬৪)*।

একটি সৃজনশীল শিশু-কিশোর পত্রিকা

৪৫ তম সংখ্যা | জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী ২০২০ | মূল্য : ১৫/-

আসুন! পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জীবন গড়ি।

৩১তম বার্ষিক
তাবলীগী ইজতেমা ২০২১

ভাষণ দিবেন
'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' -এর
কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ ও খ্যাতনামা ওলামায়ে কেরাম

২৫ ও ২৬ শে ফেব্রুয়ারী
বৃহস্পতি ও শুক্রবার

স্থান : নওদাপাড়া, রাজশাহী
উদ্বোধন : ১ম দিন বাদ আছর

আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ
কেন্দ্রীয় কার্যালয় : নওদাপাড়া (আমচত্বর), পোঃ সপুরা, রাজশাহী। ফোন : ০৭২১-৭৬০৫২৫, মোবা : ০১৭৯১-৫৭৮০৫৭

জাতীয় গ্রন্থপাঠ প্রতিযোগিতা ২০২১
সকলের জন্য উন্মুক্ত

সার্বিক যোগাযোগ | ০১৭২৩-৭৮৭৬৩৩
০১৭৭৪-৫৮৫৭৯৪

পুরস্কার
- ১ম পুরস্কার ১০,০০০/- (সনদসহ)
- ২য় পুরস্কার ৭,০০০/- (সনদসহ)
- ৩য় পুরস্কার ৫,০০০/- (সনদসহ)
- বিশেষ পুরস্কার (৫টি) ২,০০০/-

নির্বাচিত গ্রন্থ
তাফসীরুল কুরআন
(২৬ থেকে ২৮ তম পারা)
লেখক : ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

- পরীক্ষার ফি ১০০ টাকা
- প্রতিযোগিতার তারিখ তাবলীগী ইজতেমা ২০২১-এর ২য় দিন সকাল ৮টা থেকে ৯টা পর্যন্ত
- প্রশ্নপদ্ধতি এম সি কিউ, ১০০টি, সময় : ১ ঘণ্টা
- প্রতিযোগিতার স্থান কেন্দ্রীয় কার্যালয়, বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ
- পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান তাবলীগী ইজতেমা ২০২১, ২য় দিন, যুব সমাবেশ মঞ্চ

বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ
কেন্দ্রীয় কার্যালয় : আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী (২য় তলা), নওদাপাড়া, রাজশাহী। ফোন : ০২৪৭-৮৬০৯৯২

'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর মুখপত্র
তাওহীদের ডাক

বাংলার যুবসমাজকে তাওহীদী চেতনায় উজ্জীবিত করার দৃপ্ত প্রতিজ্ঞা নিয়ে নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে দ্বি-মাসিক 'তাওহীদের ডাক'। মূল্যবান প্রবন্ধ ও সাহিত্যপুষ্ট উক্ত পত্রিকাটি আজই সংগ্রহ করুন।

বিশুদ্ধ ইসলামী আক্বীদা ও সমাজ সংস্কারমূলক প্রবন্ধ-নিবন্ধ, মুসলিম ইতিহাস-ঐতিহ্য, আহলেহাদীছ আন্দোলন, মনীষী চরিত, সাময়িক প্রসঙ্গ, কবিতা, মতামত, শিক্ষণীয় গল্প প্রভৃতি বিষয়ে লেখা প্রেরণ করুন।

ঠিকানা : আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী (২য় তলা), নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা, রাজশাহী-৬২০৩। ফোন : ০২৪৭-৮৬০৯৯২
সার্কুলেশন বিভাগ : ০১৭৬৬-২০১৩৫৩ (বিকাশ), ই-মেইল : tawheederdak@gmail.com, ওয়েব সাইট : www.tawheederdak.com

Contents

সোনামণি প্রতিভা

একটি সৃজনশীল শিশু-কিশোর পত্রিকা

৪৫তম সংখ্যা

জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী ২০২১

♦ উপদেষ্টা সম্পাদক
অধ্যাপক আমীনুল ইসলাম

♦ সম্পাদক
ড. মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম

♦ নির্বাহী সম্পাদক
রবীউল ইসলাম

♦ প্রচ্ছদ ও ডিজাইন
মীযানুর রহমান

সার্বিক যোগাযোগ

সম্পাদক, সোনামণি প্রতিভা
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী (২য় তলা)
নওদাপাড়া (আম চত্বর), পোঃ সপুরা, রাজশাহী-৬২০৩
সম্পাদক : ০১৭২৬-৩২৫০২৯
নির্বাহী সম্পাদক : ০১৭৫৩-৯৭৬৭৮৭
সার্কুলেশন বিভাগ : ০১৭০৯-৭৯৬৪২৪ (বিকাশ)
সোনামণি কেন্দ্রীয় অফিস : ০১৭১৫-৭১৫১৪৩
Email : sonamoni23bd@gmail.com
Facebook page : sonamoni protiva

মূল্য : ১৫ (পনের) টাকা মাত্র

সোনামণি (একটি আদর্শ জাতীয় শিশু-কিশোর সংগঠন) কর্তৃক প্রকাশিত ও হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রেস, নওদাপাড়া, রাজশাহী হতে মুদ্রিত।

সূচিপত্র

■ সম্পাদকীয় ০২
✪ জীবনের লক্ষ্য নির্ধারণ ০২
■ কুরআনের আলো ০৪
■ হাদীছের আলো ০৫
■ প্রবন্ধ ০৬
✪ ইসলাম ও বিজ্ঞানের আলোকে অক্সিজেন ০৬
✪ শিশু-কিশোরদের চরিত্র গঠনে 'সোনামণি' সংগঠনের ভূমিকা ১১
■ হাদীছের গল্প ১৭
✪ হালাল রূযীর গুরুত্ব ১৭
■ এসো দো'আ শিখি ১৮
■ গল্পে জাগে প্রতিভা ২০
✪ সালামের বরকত ২০
■ কবিতাগুচ্ছ ২২
■ রহস্যময় পৃথিবী ২৩
■ সংলাপ ২৫
✪ মানবিক মূল্যবোধ ২৫
■ চিঠি ২৮
■ বহুমুখী জ্ঞানের আসর ৩০
■ সংগঠন পরিক্রমা ৩১
■ প্রাথমিক চিকিৎসা ৩৭
■ ভাষা শিক্ষা ৩৯
■ কুইজ ৩৯

জীবনের লক্ষ্য নির্ধারণ

আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'নিশ্চয়ই মানুষের উপর যুগের এমন একটি সময় অতিক্রান্ত হয়েছে, যখন সে উল্লেখযোগ্য কোন বস্তু ছিল না' *(দাহর ৭৬/১)*।

হে সোনামণি! তুমি তোমার জীবনের প্রতি একটু লক্ষ্য কর। তোমার জীবন কে দিয়েছেন? অথচ তুমি ইতিপূর্বে উল্লেখযোগ্য কিছুই ছিলে না। তোমাকে কে সুন্দরতম আকৃতি দিয়ে দুনিয়ায় পাঠালেন। তোমার অজান্তেই ছোট্ট দেহটা আস্তে আস্তে বড় হচ্ছে। অথচ তুমি কিছুই বুঝতে পারছ না। তোমার দুর্বল দেহটা সবল হচ্ছে। তুমি ঠিকভাবে হাঁটতে পারতে না। ধীরে ধীরে হাঁটতে ও দৌড়াতে শিখলে। এখন তুমি তোমার বৃদ্ধ দাদা-নানার আগে দৌড়ে চলে যাও। অথচ তারা তোমাকে ধরতে পারে না। যারা তোমাকে হাত ধরে হাঁটতে শিখালেন এখন তুমিই তাদের হাত ধরে রাস্তা দেখিয়ে নিয়ে চল।

কখনো কি ভেবে দেখেছ তোমার চোখের দৃষ্টিশক্তি কে দিল? অথচ তোমার পাশেই রয়েছে অসংখ্য দৃষ্টি প্রতিবন্ধী। তোমাকে শ্রবণশক্তি কে দিল। অথচ তোমার পাশেই রয়েছে বহু শ্রবণ প্রতিবন্ধী। তোমার সুন্দর ও সুঠাম দেহ কে দিল? অথচ তোমার পাশেই রয়েছে অসংখ্য পঙ্গু, দুর্বল ও অসহায় মানুষ।...সবই তোমার চোখের সামনে ঘটছে হর দিন। অথচ তোমার হুঁশ হয় না কোন দিন *(জীবন দর্শন, পৃ. ৫-৬)*।

যিনি তোমাকে পৃথিবীতে এসব নে'মত দিয়ে সৃষ্টি করলেন তিনি কে তুমি কি জান? তিনি তোমার ও পৃথিবীর সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ। তিনি এক ও অদ্বিতীয়। তাঁর কোন শরীক নেই। মনে রেখ তিনি তোমাকে লক্ষ্য-উদ্দেশ্যহীনভাবে সৃষ্টি করেননি। বরং এক মহান পরিকল্পনা নিয়েই সৃষ্টি করেছেন। তাহল এ দুনিয়ায় তুমি হালালভাবে তাঁর নে'মত ভোগ করবে ও তাঁর ইবাদত করবে। বিনিময়ে তিনি তোমাকে দান করবেন চিরস্থায়ী সুখের ঠিকানা জান্নাত। আর তাঁর ইবাদত না করে ইচ্ছামত জীবন-যাপন করলে তোমাকে তিনি নিক্ষেপ করবেন চিরস্থায়ী দুঃখের আবাসস্থল জাহান্নামে। তাইতো আল্লাহ তা'আলা জিন এবং মানুষ সৃষ্টির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য প্রসঙ্গে বলেন, 'আমি জিন ও ইনসানকে আমার দাসত্ব ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করিনি' *(যারিয়াত ৫১/৫৬)*। তাহলে তুমি কি বুঝতে পারলে তোমাকে সৃষ্টির পেছনে আল্লাহ্‌র মূল লক্ষ্য তাঁর ইবাদত করা? যদি বুঝতে পার তবে এখনই তুমি তোমার জীবনের লক্ষ্য নির্ধারণ কর আল্লাহ্‌র ইবাদত।

এবারে তোমাকে জানতে হবে ইবাদত কী? অনেকে মনে করে কেবল মসজিদই ইবাদতের স্থান। তাই যখন মসজিদে যাব তখন ইবাদতের উদ্দেশ্যে ছালাত আদায় করব। আর যখন মসজিদ থেকে বেরিয়ে যাব তখন আর আল্লাহ্র ইবাদত করতে হবে না। বরং যা ইচ্ছা তাই করব। বাস্তবে বিষয়টি এমন নয়। বস্তুতঃ আল্লাহ্র জন্য সর্বাধিক ভালোবাসা সহ প্রার্থনা করাকে ইবাদত বলা হয়। সামগ্রিক অর্থে ইবাদত ঐ সকল প্রকাশ্য ও গোপন কথা ও কাজের নাম যা আল্লাহ ভালোবাসেন ও যাতে তিনি খুশি হন।

সেকারণ ইবাদত শব্দটি মুমিন জীবনের সকল কথা ও কাজকে ঘিরে রেখেছে। একজন মুমিন বান্দা সকালে ঘুম থেকে উঠে রাতে ঘুমানো পর্যন্ত তার সার্বিক জীবন আল্লাহ প্রদত্ত ও রাসূল (ছাঃ) প্রদর্শিত পথে পরিচালিত করবে। সেটাই আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ। তিনি বলেন, 'হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহ্র আনুগত্য কর এবং রাসূলের আনুগত্য কর এবং তোমরা তোমাদের আমলগুলোকে বিনষ্ট করো না' *(মুহাম্মাদ ৪৭/৩৩)*। যদি সে তা করে তাহলে সে নিশ্চিতভাবে সফলকাম হবে। আল্লাহ বলেন, 'আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে, সে ব্যক্তি মহা সাফল্য অর্জন করে' *(আহযাব ৩৩/৭১)*। আর যদি সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় তাহলে সে নিশ্চিতভাবে পথভ্রষ্ট হবে এবং তার জন্য পরকালে জাহান্নাম অবধারিত। আল্লাহ বলেন, 'আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নাফরমানী করল, তার জন্য জাহান্নাম নির্ধারিত হল। সেখানে সে স্থায়ীভাবে অবস্থান করবে' *(জিন্ন ৭২/২৩)*। এখন তোমাকে বুঝতে হবে যে, তোমার কর্তব্য হল, যেকোন মূল্যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করা এবং এর বিপরীত সবকিছু বর্জন করা। তাহলে তোমার সার্বিক জীবন ইবাদতের মধ্যেই অতিবাহিত হবে।

তুমি মনে রাখবে, দুনিয়ায় আল্লাহ প্রত্যেক মানুষকে আলাদা আলাদা মেধা ও যোগ্যতা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। সেই যোগ্যতা অনুযায়ী কেউ হাফেয হবে, কেউ আলেম হবে, কেউ ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ার হবে, কেউবা কৃষক-ব্যবসায়ী হবে। কাজের শুরুতেই ভেবে নিবে, তুমি কোন কাজের উপযোগী। কোন কাজে তোমার আত্মা তৃপ্তি লাভ করে এবং তুমি আনন্দিত হও।

অতএব হে সোনামণি! তোমার জীবনের লক্ষ্য নির্ধারণ কর যেকোন মূল্যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশ অনুযায়ী সার্বিক পরিচালনা করতে হবে। তবেই দু'জাহানে সফলকাম হতে পারবে ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ আমাদের সেই তাওফীক দান করুন-আমীন!

মূর্তি ও ভাস্কর্য

১. رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ- رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ-

১. 'হে আমার পালনকর্তা, এ শহর (মক্কা)-কে তুমি শান্তিময় কর এবং আমাকে ও আমার সন্তানদের তুমি মূর্তিপূজা থেকে দূরে রাখ। হে আমার প্রতিপালক! এই মূর্তিগুলো বহু মানুষকে বিপথগামী করেছে। অতএব যে আমার অনুসারী হবে, সে আমার দলভুক্ত। আর যে আমার অবাধ্য হবে, নিশ্চয় তুমি ক্ষমাশীল ও দয়াবান' *(ইবরাহীম ১৪/৩৫-৩৬)*।

২. مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ، قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ-

২ 'এই মূর্তিগুলো কী বস্তু, যাদের তোমরা পূজারী হয়েছ? তারা বলল, আমরা আমাদের বাপ-দাদাদের এরূপ পূজা করতে দেখেছি' *(আম্বিয়া ২১/৫২-৫৩)*।

৩. هَلْ يَسْمَعُوْنَكُمْ إِذْ تَدْعُوْنَ، أَوْ يَنفَعُوْنَكُمْ أَوْ يَضُرُّوْنَ-

৩. 'তোমরা যখন ডাকো, তখন ওরা কি শুনতে পায়? কিংবা তারা তোমাদের কোন উপকার বা ক্ষতি করতে পারে কি?' *(শো'আরা ২৬/৭২-৭৩)*।

৪. إِنَّكَ لاَ تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلاَ تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ-

৪. 'নিশ্চয়ই তুমি শুনাতে পারো না মৃত ব্যক্তিকে এবং তুমি শুনাতে পারো না বধিরকে তোমার আহ্বান, যখন তারা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে' *(নামল ২৭/৮০)*।

৫. أَتَعْبُدُوْنَ مَا تَنْحِتُوْنَ، وَ اللهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُوْنَ-

৫. 'তোমরা এমন বস্তুর পূজা কর, যা তোমরা নিজ হাতে তৈরী কর? 'অথচ আল্লাহ তোমাদেরকে ও তোমাদের কর্ম সমূহকে সৃষ্টি করেছেন' *(ছাফফাত ৩৭/৯৫-৯৬)*।

মূর্তি ও ভাস্কর্য

১. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَاباً عِنْدَ اللهِ الْمُصَوِّرُوْنَ-

১. আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কে বলতে শুনেছি যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ্র নিকটে সর্বাধিক আযাব প্রাপ্ত লোক হবে ছবি প্রস্তুতকারীগণ *(বুখারী হা/৫৯৫০; মিশকাত হা/৪৪৯৭)*।

২. عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا وُضِعَ السَّيْفُ فِيْ أُمَّتِيْ لَمْ يُرْفَعْ عَنْهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَلاَتَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى تَلْحَقَ قَبَائِلُ مِنْ أُمَّتِيْ بَالْمُشْرِكِيْنَ وَحَتَّى تَعْبُدَ قَبَائِلُ مِنْ أُمَّتِي الْأَوْثَانَ وَأَنَّهُ سَيَكُوْنُ فِيْ أُمَّتِيْ كَذَّابُوْنَ ثَلثُوْنَ كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيُّ اللهِ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّيْنَ لاَنَبِيَّ بَعْدِيْ وَلاَتَزَالُ طَائِفَةٌ مِّنْ أُمَّتِيْ عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِيْنَ لاَيَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللهِ-

২ ছাওবান (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'আমার উম্মতের মধ্যে যখন একবার তরবারী চালিত হবে, তখন আর তা ক্বিয়ামত পর্যন্ত বন্ধ হবে না। আর ক্বিয়ামত সেই পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে না, যতদিন না আমার উম্মতের কিছু গোত্র মুশরিকদের সাথে মিশে যাবে এবং যতদিন না আমার উম্মতের কিছু গোত্র মূর্তি বা স্থানপূজা করবে। অদূর ভবিষ্যতে আমার উম্মতের মাঝে ত্রিশ জন মিথ্যাবাদীর আবির্ভাব ঘটবে, যাদের প্রত্যেকেই আল্লাহ্র নবী হওয়ার দাবী করবে। অথচ বাস্তব কথা এই যে, 'আমিই শেষ নবী, আমার পরে আর কোন নবী নেই'। আমার উম্মতের মধ্যে একটি দল চিরকাল সত্যের উপরে অবিচল থাকবে। বিরোধিতাকারীগণ তাদের কোনই ক্ষতি সাধন করতে পারবে না। এমতাবস্থায় ক্বিয়ামত এসে যাবে' *(আবূ দাঊদ হা/৪২৫২)*।

৩. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ إِنَّ الَّذِينَ يَصْنَعُونَ هَذِهِ الصُّوَرَ يُعَذَّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُقَالُ لَهُمْ أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ.

৩. আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'নিশ্চয়ই যারা এসব ছবি-মূর্তি তৈরি করে, ক্বিয়ামতের দিন তাদের কঠিন শাস্তি দেয়া হবে। তাদের বলা হবে তোমরা যেসব ছবি-মূর্তি তৈরি করেছ তাতে আত্মা দান কর' *(বুখারী হা/৫৯৫১)*।

ইসলাম ও বিজ্ঞানের আলোকে অক্সিজেন

মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান
সাবেক কেন্দ্রীয় পরিচালক, সোনামণি।

(শেষ কিস্তি)

৭. মাছ পানিতে বেঁচে থাকে, অথচ আমরা কেন ডুবে মারা যাই?

বাতাসে যে পরিমাণ অক্সিজেন থাকে, তার বিশ ভাগের একভাগ অক্সিজেন থাকে পানিতে। পানি অনেক ভারী ও পুরু, বিধায় পানি থেকে অক্সিজেন আলাদা করা মানুষের জন্য খুবই কষ্টকর। মাছ মুখ ভরে অক্সিজেনযুক্ত পানি শোষণ করে। এর ফুলকা পানি থেকে অক্সিজেন আলাদা করে ফেলে। এরা ফুলকার সাহায্যে পানি থেকে অক্সিজেন শোষণ করতে পারে। মাছ একটি শীতল রক্ত বিশিষ্ট প্রাণী। এর জন্য স্বল্প অক্সিজেনই যথেষ্ট। তাই মাছ পানির সাথে স্বল্প দ্রবণীয় অক্সিজেন গ্যাস সংগ্রহ করে বেঁচে থাকে। মানুষ মাছের মত অক্সিজেন যুক্ত পানি শোষণ করতে পারে না। মানুষের ফুসফুস শুধু বাতাস ধারণের জন্য। এখানে পানি প্রবেশ করলে বিপদ। তাই পানিতে মাছ বেঁচে থাকলেও মানুষ পানিতে শ্বাস বা অক্সিজেন নিতে পারে না বলেই ডুবে মারা যায়।

৮. যে সব গাছ অক্সিজেন সরবরাহ করে আমাদের সুস্থ রাখে :

আমরা জানি গাছ অক্সিজেন ত্যাগ করে আর আমরা তা গ্রহণ করি। আমরা বিষাক্ত গ্যাস কার্বন-ডাই-অক্সাইড ত্যাগ করি আর গাছ তা গ্রহণ করে। এটা দয়াময় আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত প্রাকৃতিক নিয়ম। সম্প্রতি 'নাসা'র এক গবেষণার বরাতে 'টাইমস অফ ইণ্ডিয়া'র এক প্রতিবেদনে জানা যায়, এমন কিছু গাছ রয়েছে যা ঘরের আশেপাশে রাখলে শুধুমাত্র অক্সিজেন পাওয়া যাবে এমন নয়, বরং ঘরের মধ্যে থাকা দূষিত বাতাসও পরিষ্কার করার কাজ করবে এবং বাড়ির পরিবেশ আরও সুন্দর ও স্বাস্থ্যকর করে তুলবে। গাছ দিন-রাত ২৪ ঘণ্টা অক্সিজেন সরবরাহ করে থাকে । নিম্নে কয়েকটির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেয়া হল :

১. এ্যালোভেরা বা ঘৃতকুমারী : ঘরে অক্সিজেনের মাত্রা বাড়াতে এ গাছের জুড়ি নেই। এটি ঘরের মধ্যে থাকা কার্বন-ডাই-অক্সাইড, কার্বন মনো-অক্সাইড, ফর্মাল ডিহাইড-এর মত ক্ষতিকর জিনিস শোষণ করে নেয়। এগুলো দেখতে

আনারস গাছের মত। পাতাগুলো পুরু, দুধারে করাতের মত কাঁটা এবং পাতার ভিতরে লালার মত পিচ্ছিল শ্বাস। এটা চুল কালো ও মসৃণ করে, খুসকি দূর করে ও ত্বকের উপকার করে। রাতেও প্রচুর অক্সিজেন দেয়।

২. অর্কিড : রাতে অক্সিজেন ত্যাগের পাশাপাশি ঘরের মধ্যে থাকা জাইপি নামক দূষিত উপাদান দূর করে।

৩. পিপুল গাছ : ডায়াবেটিস, কোষ্ঠ-কাঠিন্য ও হাঁপানি নিয়ন্ত্রণে কার্যকর।

৪. স্নেল প্লান্ট : অক্সিজেন সরবরাহের পাশাপাশি নাইট্রোজেন ডাই-অক্সাইড ও ফর্মাল ডিহাইডের মত ক্ষতিকারক গ্যাস শোষণ করে। দেখতে সাপের মত।

৫. আইভি : বাতাসের ৬০% টক্সিন ও ৫৮% দুর্গন্ধ শুষে নেয় মাত্র ৬ ঘণ্টার মধ্যে।

৬. পিস লিপি : বাতাসের রাসায়নিক ও টক্সিন গ্যাস নিমেষে চুষে নেয়।

৭. ফিকাস : দূষিত বাতাসকে দ্রুত পরিষ্কার করতে পারে।

এ ছাড়া নার্সারীতে ক্যাকর্টাস ও পাতাবাহার জাতীয় আরও অনেক উপকারী গাছ পাওয়া যায় যেগুলো ঘরে রাখা প্রয়োজন *(টাইমস অব ইণ্ডিয়া, ৮ই ডিসেম্বর '১৭)*।

➢ **যে সকল খাবার রক্তে অক্সিজেনের পরিমাণ বৃদ্ধি করে :** আমরা বর্তমানে বেশির ভাগ সময়ে ভেজাল ও অস্বাস্থ্যকর খাবার খেয়ে থাকি। ফলে আমরা উচ্চ মাত্রায় এ্যাসিডিটি (গ্যাস), শ্বাস কষ্ট ইত্যাদি রোগে ভুগি। তাই অক্সিজেন সমৃদ্ধ খাবারগুলো গ্রহণ করা অত্যাবশ্যক।

১. খেজুর, পাকা কলা, জাম, গাজর, রসুন ও এ্যাভোকাডো (এক ধরনের ফল), সেলেরি (এক ধরনের শাক বিশেষ) এই খাবারগুলোতে উচ্চমাত্রায় এন্টি অক্সিজেন থাকে এবং রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ করে। এগুলো স্বাস্থ্যের জন্য খুবই উপকারী।

২. মিষ্টি আঙ্গুর, নাশপাতি, আনারস, কিসমিস ও সবজির রস ভিটামিন এ, বি ও সি'র পাশাপাশি এন্টি অক্সিজেন সমৃদ্ধ খাবার। এগুলো রক্ত পরিচালনায় ভূমিকা রাখে, রক্তচাপ ও হৃদ রোগের ঝুঁকি কমায়। সবজির রস আয়রণ সমৃদ্ধ।

৩. আম, লেবু জাতীয় ফল, তরমুজ, পেঁপে ও পার্সলে (এক ধরণের সবজির বিশেষ) ভিটামিন সমৃদ্ধ খাবার যা কিডনী পরিষ্কার করে এবং হজমে সহায়তা করে।

৪. ক্যাপসিকামে (এক ধরনের মরিচ) উচ্চমাত্রায় ভিটামিন থাকে। এটি এণ্টিব্যায়োটেরিয়াল উপাদান ও এনজাইম সমৃদ্ধ।

৫. ফলের রসে প্রাকৃতিক চিনি থাকে এবং শরীরে শক্তি যোগায়।

৬. আপেল ও কমলা জাতীয় ফল ফাইবার সমৃদ্ধ এবং সহজে হজম হয়। এগুলো এনজাইমে পরিপূর্ণ ও হরমোনের ভারসাম্য রক্ষা করে।

সুস্থ থাকা ও রক্তে অক্সিজেনের পরিমাণ বৃদ্ধির জন্য আমাদের সকলের এ খাবারগুলো গ্রহণ করা একান্ত প্রয়োজন *(বিডি প্রতিদিন, ১০ই মে '১৭)*।

➢ অক্সিজেন শূন্য হলে পৃথিবীতে কী কী ঘটনা ঘটবে?

১. কংক্রিটের দালানকোটা পাউডারের মত ভেঙ্গে পড়তে শুরু করবে : আমরা ইট, বালি ও সিমেন্টকে একত্র করে কংক্রিটের ঘরবাড়ি, দালান কোটা তৈরী করি। এই ইট-বালি-কংক্রিটকে জমাটবদ্ধ রাখার কাজটা করে মূলত অক্সিজেন। এমনকি এই কংক্রিটকে ভাঙ্গলে যে ছোট ছোট কণা পাওয়া যায় সে সব কণাকেও একত্র করে রাখে অক্সিজেন। বায়ুমণ্ডল অক্সিজেনহীন হলেই সঙ্গে সঙ্গে এসব কংক্রিটের ঘরবাড়ি, দালানকোটা, পাহাড়-পর্বত সহ সকল স্থাপনাই পাউডারের মত গুড়ো হয়ে খসে খসে পড়তে থাকবে। অক্সিজেনহীন কংক্রিট ধুলা-বালি ছাড়া আর কিছু নয়। অক্সিজেন ছাড়া এসব ভবনের অপরিশোধিত যত ধাতু আছে তাৎক্ষণিকভাবে একসাথে জুড়ে যাবে। কেননা প্রতিটি ধাতুর উপর অক্সিজেনের প্রলেপ থাকে, যা ধাতুকে আলাদা করে রাখে।

হাযার হাযার কোটি টাকা ব্যয় করে আমরা পাহাড় সমান উঁচু উঁচু ঘর-বাড়ি, দালানকোটা, টাওয়ার নির্মাণ করছি কার জন্য? অর্থ-সম্পদের বৈধতা-অবৈধতা বিবেচনা না করে এসবের নির্মাণকারীরা আল্লাহ্র কাছে কি জবাব দেবে! জীবনটা ক্ষণিকের, এটা সর্বক্ষণ মনে রাখলেই পরকালের প্রতি দৃঢ় আস্থা এসে যাবে। মহান আল্লাহ বলেন, 'যখন যমীন প্রকম্পিত হবে প্রবল প্রকম্পনে। আর পর্বতমালা চূর্ণ–বিচূর্ণ হয়ে পড়বে। অতঃপর তা বিক্ষিপ্ত ধূলিকণায় পরিণত হবে' *(ওয়াক্বিয়া ৪-৬)*। আল্লাহ্র নির্দেশে মাত্র কয়েক সেকেণ্ডের জন্য পৃথিবী অক্সিজেন বিহীন হলে সবকিছু সহজেই ধ্বংস হয়ে যাবে। একটু গভীরভাবে চিন্তা করুন মহান আল্লাহ্র সৃষ্টি রহস্য সম্পর্কে। মহান আল্লাহ্র পক্ষে ক্বিয়ামত কত সহজ হবে। আসুন! আমরা আল্লাহ্র শুকরিয়া আদায় করি। ফালিল্লাহিল হাম্দ।

২. পৃথিবীতে উড়ন্ত সকল বিমান আছড়ে পড়বে : আকাশে প্রচণ্ড গতিতে চলমান বিমানগুলো মেঘের ভিতর দিয়ে উড়ে যায়। অক্সিজেন না থাকলে চলন্ত এসব বিমানের গতি হঠাৎ করে বন্ধ হয়ে যাবে এবং হাযার হাযার মাইল উপর থেকে ছিটকে পড়বে মাটিতে *(দেশবার্তা, ০৯ই নভেম্বর '১৯)*।

৩. পৃথিবীর সমস্ত পানি বাষ্পীভূত হয়ে আকাশে উড়ে যাবে : পৃথিবীর ৭০ শতাংশ জায়গা জুড়ে পানির প্রতিটি অণুতেও রয়েছে অক্সিজেন। ফলে অক্সিজেন পরমাণু না থাকলে সমস্ত পানি বাষ্পীভূত হয়ে হাইড্রোজেন গ্যাস পরিণত হবে। আমরা জানি, দুই ভাগ হাইড্রোজেন আর একভাগ অক্সিজেন মিলে পানি তৈরী হয়। পানির মধ্য হতে অক্সিজেন চলে গেলে থাকবে শুধু হাইড্রোজেন গ্যাস, যা খুবই হালকা। অক্সিজেন পানি থেকে উধাও হলেই মুহূর্তের মধ্যে হাইড্রোজেন গ্যাস পৃথিবী ছেড়ে মহাকাশে চলে যাবে। ফলে সাগর মহাসাগর সবকিছুর পানি শুকিয়ে যাবে *(নিউজ ২৪ ডটকম, ৯ই মার্চ '১৯)*।

৪. পৃথিবীর সব আগুন নিভে যাবে : অক্সিজেন নিজে জ্বলে না। কিন্তু আগুন জ্বালাতে সাহায্য করে। অক্সিজেন না থাকলে পৃথিবীর জ্বলন্ত সব আগুন নিভে যাবে। নতুন ভাবে আর আগুন জ্বালনো সম্ভব হবে না *(গোনিউজ ২৪, ১৭ই অক্টোবর '১৯)*।

৫. আকাশ পুরো অন্ধকারে ঢেকে যাবে : সূর্যের আলো পৃথিবীতে পৌঁছানোর আগে বায়ুমণ্ডলে থাকা বিভিন্ন উপাদানের সাথে প্রতিফলিত হয়। অক্সিজেন না থাকলে বায়ুমণ্ডলে এসব উপাদানের উপস্থিতি আশঙ্কাজনক ভাবে কমে যাবে। ফলে সূর্যরশ্মি প্রতিফলিত না হওয়ায় দিনের বেলাতেও আকাশ ঘুট ঘুটে অন্ধকারে ঢেকে যাবে *(গোনিউজ ২৪, ১৭ই অক্টোবর '১৯)*।

৬. পৃথিবীর উপরিভাগে কেউ স্থির থাকতে পারবে না : পৃথিবীর উপরিভাগের উপাদান সমূহের মধ্যে ৪৬ ভাগই অক্সিজেন রয়েছে। ফলে পৃথিবীর উপরিভাগ অক্সিজেন শূন্য হলে আমাদের শেষ সম্বল দাঁড়িয়ে থাকা পায়ের নীচে মাটিটাও আর স্থির থাকবে না। তাই অক্সিজেন ছাড়া পৃথিবীর উপরিভাগের শক্ত আবরণও হালকা হয়ে ভেঙ্গে পড়তে থাকবে, বাদ যাবে না মানুষ আর অন্য সব প্রাণীও *(ঢাকা টাইমস, ১৯শে জানুয়ারী '১৯; নিউজ ডটকম, ৯ই মার্চ '১৯)*।

৭. পৃথিবীর সব গাছ মারা যাবে : গাছের সাথে অক্সিজেনের একটা নিগুঢ় সম্পর্ক রয়েছে। গাছ আমাদের জীবন ধারণের জন্য দিনের বেলা সর্বাধিক অক্সিজেন ত্যাগ করে থাকে। আমাদের থেকে নিক্ষিপ্ত বিষাক্ত গ্যাস গাছ টেনে নিয়ে

আমাদের সুস্থ্য রাখে। গাছকে বাঁচিয়ে রাখে মূলত অক্সিজেন। অক্সিজেন ছাড়া পৃথিবীর সব গাছপালা শুকিয়ে মারা যাবে *(গোনিউজ ২৪, ১৭ই অক্টোবর '১৯)*।

৮.অধিকাংশ জড়বস্তু ধাতব আবর্জনাতে পরিণত হবে : বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলে উৎপাদিত হয় অক্সিজেন। পানি, ওযন গ্যাস, সিলিকন ডাই-অক্সাইড বা কোয়াটজের মত গুরুত্বপূর্ণ রাসায়নিক যোগের মাঝে অক্সিজেন রয়েছে। তাই অক্সিজেন পরমাণুর বিলুপ্তি পৃথিবীর রাসায়নিক গঠনে ভয়াবহ পরিবর্তন সৃষ্টি করবে। অক্সিজেন পরমাণুর অনুপস্থিতিতে আমাদের চারপাশে বিদ্যমান অধিকাংশ জড়বস্তু ধাতব আবর্জনাতে পরিণত হবে *(ঢাকা টাইমস, ১৯শে জানুয়ারী '১৯)*।

উপসংহার : অক্সিজেন আমাদের জীবনের জন্য অপরিহার্য আল্লাহ্র দেওয়া একটি গুরুত্বপূর্ণ নে'মত। শুধু মানবকুল নয় সমগ্র প্রাণীকুলের দেহঘড়ির কাঁটা সচল রাখে এই অক্সিজেন। মায়ের শরীরের ভ্রূণ থেকে শুরু করে মৃত্যু পর্যন্ত আমাদের অজান্তে দেহঘড়িটা স্বয়ংক্রিয়ভাবে অবিরত কাজ করে চলছে। আর অক্সিজেন যখন ফুরিয়ে যাবে অর্থাৎ আমাদের আয়ু যখন শেষ হবে তখন দেহঘড়িটার এ্যলার্ম বেজে উঠবে। সাথে সাথে ঘড়ির কাঁটার মত বুকের ভিতরের টিকটিক শব্দ চিরতরে বন্ধ হয়ে যাবে। ফলে আমরা এ দুনিয়া থেকে বিদায় নেব। অতএব সব সময়ে সকল বয়সে আমাদের উচিৎ হবে নিয়মিত আল্লাহ্র ইবাদত করা, প্রশংসা করা এবং অসংখ্য নে'মতের কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা। হে আল্লাহ! আমরা তোমার সাহায্য ও তাওফীক কামনা করি- আমীন!

আবু নাযরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'হে লোক সকল! জেনে রেখো! নিশ্চয়ই তোমাদের রব (আল্লাহ) এক এবং তোমাদের পিতা (আদম) এক। অতএব কোন অনারবী ব্যক্তির উপরে আরবী ব্যক্তির প্রাধান্য নেই। অনুরূপভাবে কোন আরবী ব্যক্তির উপরেও অনারবী ব্যক্তির, কালো বর্ণের উপরে লাল বর্ণের এবং লাল বর্ণের উপরে কালো বর্ণের লোকের কোনই প্রাধান্য নেই, কেবলমাত্র তাক্বওয়া বা আল্লাহভীতি ব্যতীত' *(আহমাদ হা/২৩৫৩৬; সিলসিলা ছহীহাহ হা/২৭০০)*।

আদর্শ সোনামণি গঠনে 'সোনামণি' সংগঠনের ভূমিকা

ড. মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম
কেন্দ্রীয় পরিচালক, সোনামণি।

(৪র্থ কিস্তি)

চারদফা কর্মসূচী :

'সোনামণি' সংগঠন যে চারদফা কর্মসূচী গ্রহণ করেছে তা গভীর দৃষ্টিতে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, তার প্রতিটি শিশু-কিশোরদের চরিত্র গঠনে পূর্ণভাবে সহায়ক। যথা-

১.তাবলীগ বা প্রচার : এর অর্থ শিশু-কিশোরদের নিকটে নির্ভেজাল তাওহীদ ও ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক জীবন গড়ার দাওয়াত পৌঁছানো *(গঠনতন্ত্র, পৃ. ৫)*।

শিশু-কিশোরদের নিকট নির্ভেজাল তাওহীদ ও ছহীহ হাদীছের দাওয়াত দেওয়া প্রত্যেক অভিভাবকের অপরিহার্য কর্তব্য। যাতে তারা ছোট থেকেই যাবতীয় শিরক-বিদ'আত ও তাক্বলীদী ফির্কাবন্দীর বেড়াজাল থেকে মুক্ত হয়ে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ও খোলা মনে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী নিজেদের জীবন, পরিবার ও সমাজ গঠনে উদ্বুদ্ধ হতে পারে। খালেছ নিয়তে তাদের নিকট তাওহীদের দাওয়াত পৌঁছে দিলে তাদের মধ্যে প্রকৃত ইসলামী জ্ঞান অর্জনের অনুভূতি সৃষ্টি হবে। ফলে তারা জীবনের সকল দিক ও বিভাগে পূর্ণাঙ্গ ইসলামী বিধান অনুশীলনের চেষ্টা করবে। তারা নিজেরাও পরস্পরের নিকট দ্বীনের দাওয়াত দিতে শিক্ষা অর্জন করবে। নবী-রাসূলগণ মূলত আল্লাহর পথের দাঈ হিসাবে দ্বীন প্রচাররের জন্যই দুনিয়ায় আগমন করেছিলেন। আল্লাহ বলেন,

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا - وَدَاعِيًا إِلَى اللهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا 'হে নবী! নিশ্চয়ই আমরা তোমাকে প্রেরণ করেছি, সাক্ষ্যদাতা, সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে। এবং আল্লাহ্র আদেশক্রমে তাঁর দিকে আহ্বানকারীরূপে ও উজ্জ্বল প্রদীপরূপে' *(আহযাব ৩৩/৪৪-৪৫)*।

আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, بَلِّغُوا عَنِّى وَلَوْ آيَةً، وَحَدِّثُوا عَنْ بَنِى إِسْرَائِيلَ وَلاَ حَرَجَ، وَمَنْ كَذَبَ عَلَىَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ

مِنَ النَّارِ 'একটি আয়াত জানা থাকলেও তোমরা তা আমার পক্ষ থেকে লোকদের নিকট পৌঁছে দাও। আর বনী ইসরাঈলের কাহিনী বর্ণনা কর তাতে কোন দোষ নেই। তবে যে ব্যক্তি আমার উপর ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যারোপ করল, সে যেন তার ঠিকানা জাহান্নামে নির্ধারিত করে নিল' *(বুখারী হা/৩৪৬১; মিশকাত হা/১৯৮)*।

বর্তমানে আমাদের সমাজ ব্যবস্থা জাহেলী যুগের ন্যায় অন্ধকারের অতল তলে নিমজ্জিত। সোনামণিদের অধিকাংশই বিভিন্ন দেশী-বিদেশী বাতিল দাওয়াতের বেড়াজালে আবেষ্টিত। এমতাবস্থায় শুধু মানব রচিত কোন রীতি-পদ্ধতি দিয়ে তাদেরকে রক্ষা করা আদৌ সম্ভব নয়। একমাত্র বিশ্ব সংস্কারক মুহাম্মাদ (ছাঃ) প্রদর্শিত পন্থায় দাওয়াত দানের মাধ্যমেই এই সমাজের উত্তরণের পথ উন্মোচিত হতে পারে। আল্লাহ বলেন, ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ 'তুমি মানুষকে তোমার প্রতিপালকের পথে আহ্বান কর প্রজ্ঞা ও সুন্দর উপদেশের মাধ্যমে এবং তাদের সাথে বিতর্ক কর সুন্দর পন্থায়। নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালক ভালভাবেই জানেন কে তার পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে এবং তিনি ভালভাবেই জানেন কে সুপথপ্রাপ্ত হয়েছে' (নাহল ১৬/১২৫)। তাই একজন আদর্শ অভিভাবক ও দায়িত্বশীল বিভিন্ন পথ ও পন্থা অবলম্বনে নির্ভেজাল তাওহীদের দাওয়াত শিশু-কিশোরদের মাঝে ছড়িয়ে দিতে সর্বদা সচেষ্ট থাকবেন।

প্রথমত ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার ও সম্প্রীতির মাধ্যমে পরিচিত শিশু-কিশোরদের মাঝে সময় ও সুযোগ মতো বিশুদ্ধ দ্বীনের দাওয়াত পৌঁছে দিতে হবে। এক্ষেত্রে মহল্লা, মক্তব, মসজিদ, মাদ্রাসা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রভৃতিকে বেছে নিবেন। ছহীহ দলীল ভিত্তিক বক্তব্য, সুন্দর আচরণ, হাসি মুখে কথা বলা, বিনয়ী চাল-চলন, নিরহংকার স্বভাব এবং সেবা ও সহমর্মিতা দিয়ে অন্যের হৃদয় জয় করা সম্ভব। এটি সৎকাজের পাল্লাকে ভারী করবে। আবু যার (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম (ছাঃ) আমাকে বলেছেন, لاَ تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا وَلَوْ أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلْقٍ 'তুমি কোন সৎ কাজকে ছোট মনে কর না, যদি তুমি তোমার অপর ভাইয়ের সাথে হাসি মুখে সাক্ষাৎও কর' *(মুসলিম হা/২৬২৬; মিশকাত হা/১৮৯৪)*।

আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনের খালেছ নিয়তে শিশু-কিশোরদেরকে আল্লাহ্র পথে দাওয়াত দিতে হবে এবং বিশ্বাস রাখতে হবে যে, হেদায়াতের মালিক আল্লাহ। প্রফুল্ল মনে, দ্বীনী দরদ নিয়ে ছহীহ দলীলভিত্তিক দাওয়াত দিলে শিশু-কিশোরদের মাঝে নির্ভেজাল ইসলাম সম্পর্কে জানবার ও বুঝবার আগ্রহ সৃষ্টি হবে। এসময় সম্ভব হলে তাদেরকে কিছু হাদিয়া দিতে হবে-যা তাদের মনে স্থায়ী প্রভাব ফেলবে।

২. তানযীম বা সংগঠন : এর অর্থ, ইসলামী জীবন গঠনে উদ্বুদ্ধ শিশু-কিশোরদেরকে সংগঠনের অধীনে সংঘবদ্ধ করা *(গঠনতন্ত্র, পৃ. ৫)*।

ভালো বন্ধুদের সাথে একতাবদ্ধ হয়ে থাকা শিশু-কিশোরদের সুন্দর ও চরিত্রবান জীবন গড়ার সুযোগ করে দেয়। আল্লাহ বলেন, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا 'তোমরা সকলে সমবেতভাবে আল্লাহ্র রজ্জুকে ধারণ কর এবং পরস্পরে বিচ্ছিন্ন হয়ো না' *(আলে ইমরান ৩/১০৩)*। তাই একাকী নয় বরং জামা'আতবদ্ধভাবে আল্লাহর পথে দাওয়াত দেওয়ার প্রশিক্ষণ ছোট থেকেই তাদেরকে দিতে হবে। কেননা এ নির্দেশ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের। আল্লাহ বলেন, قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ 'তুমি বল! এটাই আমার পথ। আমি ও আমার অনুসারীগণ ডাকি আল্লাহ্র দিকে জাগ্রত জ্ঞান সহকারে। আল্লাহ পবিত্র। আর আমি অংশীবাদীদের অন্তর্ভুক্ত নই' *(ইউসুফ ১২/১০৮)*।

আল্লাহ আরও বলেন, إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُوصٌ 'নিশ্চয়ই আল্লাহ ভালবাসেন ঐসব লোকদের, যারা আল্লাহ্র রাস্তায় সংগ্রাম করে সারিবদ্ধভাবে সীসাঢালা প্রাচীরের ন্যায়' *(ছফ ৬১/৪)*।

হারিছ আল-আশ'আরী (রাঃ) হতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, آمُرُكُمْ بِخَمْسٍ بِالْجَمَاعَةِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَالْهِجْرَةِ وَالْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللهِ وَإِنَّهُ مَنْ خَرَجَ مِنَ الْجَمَاعَةِ قِيدَ شِبْرٍ فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الْإِسْلَامِ مِنْ عُنُقِهِ إِلَّا أَنْ يُرَاجِعَ وَمَنْ دَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ فَهُوَ مِنْ جُثَى جَهَنَّمَ وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ 'আমি তোমাদেরকে পাঁচটি বিষয়ের নির্দেশ দিচ্ছি (১) জামা'আতবদ্ধভাবে জীবন

যাপন করা (২) আমীরের নির্দেশ শ্রবণ করা (৩) তাঁর আনুগত্য করা (৪) প্রয়োজনে হিজরত করা ও (৫) আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদ করা। যে ব্যক্তি জামা'আত হতে এক বিঘত পরিমাণ বের হয়ে গেল তার গর্দান হতে ইসলামের গণ্ডি ছিন্ন হল যতক্ষণ না সে ফিরে আসে। যে ব্যক্তি মানুষকে জাহেলিয়াতের দাওয়াত দ্বারা আহ্বান জানাল, সে ব্যক্তি জাহান্নামীদের দলভুক্ত হল। যদিও সে ছিয়াম পালন করে, ছালাত আদায় করে এবং ধারণা করে যে, সে একজন মুসলিম' *(আহমাদ হা/১৭৮৩৩; তিরমিযী হা/২৮৬৩; মিশকাত হা/৩৬৯৪)*।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) হতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ أَرَادَ بُحْبُوحَةَ الْجَنَّةِ فَلْيَلْزَمِ الْجَمَاعَةَ 'যে ব্যক্তি জান্নাতের মধ্যস্থলে থাকতে চায়, সে যেন জামা'আতকে অপরিহার্য করে নেয়' *(তিরমিযী হা/২১৬৫)*। হযরত নু'মান বিন বাশীর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, الْجَمَاعَةُ رَحْمَةٌ وَالْفُرْقَةُ عَذَابٌ 'জামা'আতবদ্ধ জীবন হল রহমত এবং বিচ্ছিন্ন জীবন হল আযাব' *(আহমাদ হা/১৮৪৭২; ছহীহাহ হা/৬৬৭)*। তিনি আরও বলেন, يَدُ اللهِ عَلَى الْجَمَاعَةِ وَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ، 'জামা'আতের উপর আল্লাহ্র হাত থাকে। আর শয়তান তার সাথে থাকে যে জামা'আত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়' *(তিরমিযী হা/২১৬৬; মিশকাত হা/১৭৩)*।

জামা'আতবদ্ধ দাওয়াত দানের অন্যতম শর্ত আমীরের আনুগত্য। কেননা আনুগত্য না থাকলে সংগঠনের সর্বত্র বিশৃংখলা দেখা দেবে। তাই আল্লাহ তা'আলা ঈমানদারগণকে আমীরের আনুগত্য করার নির্দেশ দিয়েছেন। এজন্য হক্বপন্থী আমীরের আনুগত্য করা আদর্শ সোনামণি ও দায়িত্বশীলদের কর্তব্য। এ ব্যাপারে কোনরূপ ধোঁকার আশ্রয় নেওয়া বা অন্যকে ধোঁকা দেওয়া যাবে না। কেননা নেতৃত্বের প্রতি আনুগত্য করতে নির্দেশ দিয়েছেন স্বয়ং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল। তাঁদের নির্দেশ পালনের মধ্যেই বান্দার ইহকালীন কল্যাণ ও পরকালীন মুক্তি নিহিত। আল্লাহ তা'আলা বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ্র আনুগত্য কর এবং রাসূলের আনুগত্য কর ও তোমাদের

নেতৃবৃন্দের আনুগত্য কর। অতঃপর যদি কোন বিষয়ে তোমরা বিতণ্ডা কর, তাহলে বিষয়টি আল্লাহ ও রাসূলের দিকে ফিরিয়ে দাও। যদি তোমরা আল্লাহ ও আখেরাতের প্রতি বিশ্বাসী হয়ে থাক। এটাই কল্যাণকর ও পরিণতির দিক দিয়ে সর্বোত্তম' *(নিসা ৪/৫৯)*।

তবে একটি বিষয় স্মরণীয় যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য শর্তহীন। এজন্য অত্র আয়াতে আল্লাহ ও রাসূলের পূর্বে وَأَطِيعُوا শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু আমীরের পূর্বে ব্যবহার করা হয়নি। কেননা আমীরের আনুগত্য শর্তযুক্ত। তা হল আমীর যতক্ষণ পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ মোতাবেক তাঁর কার্যক্রম পরিচালনা করবেন, ততক্ষণ তাঁর আনুগত্য করতে হবে। আর তিনি পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের বাইরে কোন পাপ, অন্যায় বা সীমালংঘনের কাজে নির্দেশ দিলে তাঁর আনুগত্য করা যাবে না। অত্র আয়াতে আরেকটি বিষয় সুস্পষ্ট হয়েছে যে, মানুষের মধ্যে কোন বিষয়ে দ্বন্দ্ব দেখা দিলে তা সমাধানের জন্য পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের স্মরণাপন্ন হতে হবে। কোন ব্যক্তির রায়কে এ ব্যাপারে প্রাধান্য দেয়া যাবে না।

وَأُولِي الْأَمْرِ বা দায়িত্বশীল-এর ব্যাখ্যায় ছহীহুল বুখারীর তাফসীর অধ্যায়ে এসেছে, আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ আয়াতটি নাযিল হয়েছে আব্দুল্লাহ ইবনু হুযাফাহ ইবনু কায়স ইবনু আদী সম্পর্কে, যখন তাকে নবী (ছাঃ) একটি সৈন্য দলের দলনায়ক করে প্রেরণ করেছিলেন' *(বুখারী হা/৪৫৮৪; মুসলিম হা/১৮৩৪)*।

আলোচ্য হাদীছে সৈন্য দলের দলনায়ককে 'উলুল আমর' বলা হয়েছে। যদিও কেউ কেউ 'উলুল আমর' বা আমীর বলতে স্রেফ রাষ্ট্র প্রধান বা শাসককে বুঝাতে চেয়েছেন। অথচ অত্র হাদীছ দ্বারা বুঝা যায়, আমীর বলতে শুধু শাসকই নন বরং অন্যান্য পর্যায়ের নেতৃত্বও-এর মধ্যে শামিল। তাই এই আমীর নাজী ফের্কার আমীর হতে পারেন কিংবা দেশের শাসক হতে পারেন। সাংগঠনিক আমীর ইসলামী 'হুদূদ' বা দণ্ডবিধি জারি করতে পারেন না। কিন্তু রাষ্ট্রীয় আমীর সেটা করেন। উভয় অবস্থায় আনুগত্য অপরিহার্য। একজন আদর্শ সোনামণি ও দায়িত্বশীল আমীরের আনুগত্যের মাধ্যমে দাওয়াতী কাজে আঞ্জাম দিবেন। আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ

أَطَاعَ اللهَ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللهَ وَمَنْ يُطِعْ الْأَمِيرَ فَقَدْ أَطَاعَنِي وَمَنْ يَعْصِ الْأَمِيرَ فَقَدْ عَصَانِي وَإِنَّمَا الْإِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ وَيُتَّقَى بِهِ فَإِنْ أَمَرَ بِتَقْوَى اللهِ وَعَدَلَ فَإِنَّ لَهُ بِذَلِكَ أَجْرًا وَإِنْ قَالَ بِغَيْرِهِ فَإِنَّ عَلَيْهِ مِنْهُ. 'যে ব্যক্তি আমার আনুগত্য করল, সে আল্লাহ্র আনুগত্য করল। আর যে আমার অবাধ্যতা করল সে আল্লাহ্র অবাধ্যতা করল। যে ব্যক্তি আমীরের আনুগত্য করল, সে আমার আনুগত্য করল। আর যে ব্যক্তি আমীরের অবাধ্যতা করল, সে আমার অবাধ্যতা করল। আমীর হলেন ঢাল স্বরূপ। যার পিছনে থেকে লড়াই করা হয় ও যার মাধ্যমে আত্মরক্ষা করা হয়। যদি তিনি আল্লাহভীতির আদেশ দেন ও ন্যায় বিচার করেন, তাহলে এর বিনিময়ে তার জন্য রয়েছে মহা পুরস্কার। আর যদি বিপরীত কিছু বলেন, তাহলে তার পাপ তার উপরেই বর্তাবে' *(মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/৩৬৬১)*।

উম্মুল হুছায়েন (রাঃ) হতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِنْ أُمِّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ مُجَدَّعٌ أَسْوَدُ يَقُودُكُمْ بِكِتَابِ اللهِ تَعَالَى فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا 'যদি তোমাদের উপর একজন নাক-কান কাটা কৃষ্ণকায় গোলামকেও আমীর নিযুক্ত করা হয়, যদি তিনি তোমাদেরকে আল্লাহ্র কিতাব অনুযায়ী পরিচালিত করেন, তাহলে তোমরা তার কথা শোন ও তার আনুগত্য কর' *(মুসলিম হা/১৮৩৮; মিশকাত হা/৩৬৬২)*।

হযরত উমামাহ (রাঃ) বলেন, বিদায় হজ্জের ভাষণে আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি যে, اِتَّقُوا اللهَ رَبَّكُمْ وَصَلُّوْا خَمْسَكُمْ وَصُوْمُوْا شَهْرَكُمْ وَأَدُّوْا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ وَأَطِيْعُوْا ذَا أَمْرِكُمْ تَدْخُلُوْا جَنَّةَ رَبِّكُمْ (১) 'তোমরা তোমাদের প্রভু আল্লাহকে ভয় কর (২) পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত আদায় কর (৩) রামাযান মাসের ছিয়াম পালন কর (৪) তোমাদের সম্পদের যাকাত প্রদান কর এবং (৫) আমীরের আনুগত্য কর; তোমাদের প্রভুর জান্নাতে প্রবেশ কর' *(তিরমিযী হা/৬১৬; মিশকাত হা/৫৭১; ছহীহাহ হা/৮৬৭)*।

আলোচ্য হাদীছে আমীরের আনুগত্যকে ছালাত, ছিয়াম, যাকাত ইত্যাদি ফরয ইবাদতের সাথে যুক্ত করে বলা হয়েছে এবং একে জান্নাতে প্রবেশের অন্যতম মাধ্যম হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

[চলবে]

হালাল রূযীর গুরুত্ব

নাজমুন্নাহার
রসূলপুর, নিয়ামতপুর, নওগাঁ।

মুমিন জীবনে হালাল রূযীর গুরুত্ব অত্যাধিক। একজন মুমিনের ইবাদত কবুলের পূর্বশর্ত হল হালাল উপার্জন এবং হালাল খাদ্য গ্রহণ। ক্বিয়ামতে মাঠে মানুষ এক ধাপ এগোতে পারবে না পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দেয়া ব্যতীত। তার মধ্যে দু'টি হল- কোন পথে সে অর্থ উপার্জন করেছে এবং তা কোন পথে ব্যয় করেছে *(হাকেম হা/৭৮৪৬; ছহীহ আত-তারগীব হা/৩৩৫৫; মিশকাত হা/৫১৭৪)*।

ছাহাবায়ে কেরাম হালাল খাদ্য গ্রহণের ক্ষেত্রে অতুলনীয় দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেছেন। হারাম খাদ্য জানতে পেরে পেট থেকে খাবার বের করে ফেলেছেন। এমনি দৃষ্টান্ত মেলে আবূ বকর (রাঃ)-এর জীবনীতে।

আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমার পিতা আবূ বকর (রাঃ)-এর একটি ক্রীতদাস ছিল। দাসটি তাঁর জন্য রূযী সংগ্রহ করতো এবং তিনি তা খেতেন। একবার সেই ক্রীতদাসটি কোন খাবার নিয়ে এলে আবূ বকর (রাঃ) তা খেলেন। ক্রীতদাসটি তাঁকে বললেন, আপনি কি জানেন- এটা কিভাবে উপার্জিত হয়েছে? আবূ বকর (রাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, এ মাল কিভাবে উপার্জিত? তখন ক্রীতদাসটি বলল, জাহেলী যুগে একবার আমি এক ব্যক্তির কাছে গণকের কাজ করেছিলাম, অথচ আমি গণনার কাজও ভালো করে জানতাম না। আমি গণনার ভান করে তাকে ধোঁকা দিয়েছিলাম। ঐ ব্যক্তির সাথে আজ আমার দেখা হলে সে আমাকে আগের ঐ গণনার বিনিময়ে বস্তুটি দান করেছে, আপনি তাই খেয়েছেন। তিনি বলেন, (এ কথা শুনামাত্র) আবূ বকর (রাঃ) গলার ভিতরে আঙ্গুল ঢুকিয়ে দিয়ে পেটের সব জিনিস বমি করে ফেলে দিলেন' *(বুখারী হা/৩৮৪২)*।

শিক্ষা :

১. *হারাম খাদ্য গ্রহণ করা যাবে না।*

২. *হালাল খাদ্য গ্রহণে সর্বদা তৎপর থাকতে হবে।*

এসো দো'আ শিখি

ছালাতের প্রয়োজনীয় দো'আ সমূহ

সোনামণি প্রতিভা ডেস্ক।

কা'বা গৃহে প্রবেশের দো'আ :

কা'বা গৃহে প্রবেশের সময় ডান পা রেখে নিম্নের দো'আ পাঠ করবে।

اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّسَلِّمْ- اَللَّهُمَّ افْتَحْلِيْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ-

উচ্চারণ : *আল্লাহুম্মা ছাল্লি 'আলা মুহাম্মাদিও ওয়া সাল্লিম, আল্লাহুম্মাফ তাহলী, আবওয়াবা রাহমাতিকা।*

অর্থ : 'হে আল্লাহ! আপনি মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর উপর অনুগ্রহ ও শান্তি বর্ষণ করুন। হে আল্লাহ! আমার জন্য রহমতের দরজা সমূহ খুলে দিন' *(আবূদাঊদ হা/৪৬৫)*।

মসজিদ হ'তে বের হওয়ার দো'আ :

اَللَّهُمَّ إِنِّيْ أَسْئَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ-

উচ্চারণ : *আল্লা-হুম্মা ইন্নী আসআলুকা মিন ফাযলিকা।*

অর্থ : 'হে আল্লাহ! তোমার নিকট আমি অনুগ্রহ চাই' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৬৫১)*।

আযানের জওয়াব ও দো'আ :

আযানের বাক্যগুলোর জওয়াব মুয়াযযিন যেমন বলবে তেমনভাবেই বলতে হবে, তবে মুয়াযযিনের 'হাইয়্যা 'আলাছ ছালাহ' ও 'হাইয়্যা 'আলাল ফালাহ' বলার সময় 'লা-হাওলা ওয়ালা কুউওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ' বলবে *(মুসলিম, মিশকাত হা/৬০৭, ৬২৪)*। আযান শেষ হলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর উপর দরূদে ইবরাহীম পড়বে *(মুসলিম, মিশকাত হা/৬০৬)*। অতঃপর নিম্নের দো'আ পড়বে-

اَللَّهُمَّ رَبَّ هذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلاَةِ الْقَائِمَةِ، آتِ مُحَمَّدَانِ الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَّحْمُوْدَانِ الَّذِىْ وَعَدْتَّهُ-

উচ্চারণ : *আল্লা-হুম্মা রাব্বা হা-যিহিদ্ দা'ওয়াতিত্ তা-ম্মাতি ওয়াছ্ ছালা-তিল ক্বাইমাতি, আ-তি মুহাম্মাদানিল ওয়াসীলাতা ওয়াল ফাযীলাতা, ওয়াব্'আছহু মাক্বা-মাম্ মাহ্মূদানিল্লাযী ওয়া 'আদ্তাহ।*

অর্থ : 'হে আল্লাহ! এই পরিপূর্ণ আহ্বান ও আসন্ন ছালাতের তুমি মালিক। মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে দান কর অসীলা ও ফযীলত এবং তাঁকে সেই প্রশংসিত স্থানে অধিষ্ঠিত কর, যার ওয়াদা তুমি করেছ' *(বুখারী, মিশকাত হা/৬০৮)*।

ফযীলত : জাবের ইবনু আব্দুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি আযান শুনে উক্ত দো'আ পাঠ করবে ক্বিয়ামতের দিন সে আমার শাফা'আত লাভের অধিকারী হবে' *(বুখারী, মিশকাত হা/৬০৮)*।

উল্লেখ্য, আযানের উক্ত দো'আ ছাড়া বাড়তি যে সমস্ত বাক্য যোগ করা হয় সেগুলোর কোন ছহীহ ভিত্তি নেই। তা পরিত্যাগ করা আবশ্যক। রেডিও এবং টেলিভিশনে প্রচারিত 'ওয়ারযুকনা শাফা'আতাহু ইয়াওমাল ক্বিয়ামাহ' অংশটির কোন ভিত্তি নেই *(ইরওয়াউল গালীল, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৬০)*। দো'আ পড়ার সময় দু'হাত উঠিয়ে পড়ারও কোন ভিত্তি নেই।

সা'দ ইবনু আবু ওয়াক্কাছ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি মুয়াযযিনের আযান শুনে নিম্নের দো'আ পড়বে তার গোনাহ সমূহ মাফ করা হবে'।

أَشْهَدُ أَنْ لاَّإِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَه لاَشَرِيْكَ لَه وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُه- رَضِيْتُ بِاللهِ رَبًّا وَّبِمُحَمَّدٍ رَّسُوْلاً وَّبِالْإِسْلاَمِ دِيْنًا-

উচ্চারণ : *আশ্হাদু আল্লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াহ্দাহূ লা শারীকালাহূ ওয়া আন্না মুহাম্মাদান 'আবদুহূ ওয়া রাসূলুহূ, রাযীতু বিল্লা-হি রাব্বাওঁ ওয়া বিমুহাম্মাদির রাসূলাওঁ ওয়া বিল ইসলা-মি দীনা।*

অর্থ : 'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই। তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নেই। আর মুহাম্মাদ (ছাঃ) তাঁর বান্দা ও রাসূল। আমি আল্লাহকে প্রভু হিসাবে, মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে রাসূল হিসাবে এবং ইসলামকে দ্বীন হিসাবে পেয়ে খুশী হয়েছি' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৬১০)*।

ফযীলত : আনাস (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, আযান ও ইক্বামতের মধ্যকার সময়ের দো'আ আল্লাহ্র দরবার হতে ফেরত দেওয়া হয় না *(আবুদাঊদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/৬২০)*। অর্থাৎ এ সময় দো'আ কবুল হয়।

(বিস্তারিত দ্রষ্টব্য : মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম প্রণীত 'ছহীহ কিতাবুদ্ দো'আ' শীর্ষক গ্রন্থ, পৃ. ৩৬-৩৯)।

সালামের বরকত

আল-আমীন, ৮ম শ্রেণী
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী।

সুইডেনের এক কোম্পানির মালিক মুহাম্মাদ শাহীন। তার কোম্পানিতে প্রায় ১০ হাযার কর্মচারী কর্মরত। তিনি কোম্পানির সার্বিক দেখাশুনা জন্য প্রতিদিন অফিসে যান। তার কম্পানিতে একজন দারোয়ান ছিল তার নাম তাওছীফ। সে তার মালিককে খুব সম্মান করত।

কোম্পানির মালিক অত্যন্ত ভদ্র মানুষ। তিনি সবাইকে খুব ভালবাসেন। কাউকে দু'নযর করেন না। যার যতটুকু প্রাপ্য তাকে ততটুকুই দেন। এজন্য কর্মচারীরা তাকে অন্তর থেকে ভালোবাসেন। আচরণের দিক থেকে তার জুড়ি কেউ নেই। অফিসে প্রবেশ করেই তিনি সবার আগে সালাম প্রদান করেন। কর্মচারীদের সাথে হাসিমুখে কুশল বিনিময় করেন। কর্মচারীরা চেষ্টা করেও তাকে কোন দিন আগে সালাম দিতে পারেনি। তিনি তার নিজের কাজ নিজেই করার চেষ্টা করেন। খুব বেশী প্রয়োজন হলে কর্মচারীদের প্রথমে জিজ্ঞেস করেন তোমাদের একটু সময় হবে, আমার এ কাজটুকু করে দেওয়ার?

প্রতিদিনের ন্যায় মুহাম্মাদ শাহীন ছাহেব অফিসে এসেছেন। সরাদিন অফিসেই ছিলেন। কোথাও যাননি। অফিস বন্ধ হওয়ার কিছু সময় আগে তিনি যরূরী কাজে গোডাউন রুমে প্রবেশ করেছেন। কিন্তু কারো নযরে পড়েনি। ছুটির সময় হয়ে গেলে কর্মচারীরা গোডাউন সহ সবগুলো রুম বন্ধ করে চলে গিয়েছে।

এ দিকে মুহাম্মাদ শাহীন ছাহেব গোডাউনে তালা বদ্ধ দেখে কর্মচারীদের ডাকতে থাকেন। কিন্তু কেউ তাঁর ডাক শুনতে পায়নি। দুর্ভাগ্যবশত তিনি মোবাইল ফোনটি নিজ চেম্বারে রেখে যান। ফলে কাউকে এ দুর্ঘটনার কথা জানাতে পারেননি। জানালা-দরজা বন্ধ। আবদ্ধ রুমে দীর্ঘ সময় থেকে অজ্ঞান হয়ে পড়েছেন।

অন্যদিকে গেটের দারোয়ান মনে মনে ভাবছে মালিক তো বাসায় গেলে আমার সাথে কুশল বিনিময় করে যেতেন। কিন্তু আজ কুশল বিনিময় করেননি, আর অফিস বন্ধ হওয়ার সময় পার হয়ে গেছে।

সে মনে করল, মালিকের কোন বিপদ হতে পারে। তাই সে অফিসে প্রবেশ করল কিন্তু তাকে পেল না। তখন সে অফিস থেকে চাবি নিয়ে এক এক করে গোডাউনগুলো খুলতে লাগল।

এক পর্যায়ে সে তার মালিকের কাছে পৌঁছাল এবং দেখল তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছেন। সে খুব দ্রুত তার মালিককে অফিসের বাহিরে এনে মাথায় পানি ঢালতে লাগল। কিছুক্ষণ পর তার জ্ঞান ফিরে আসল। মালিক দারোয়ানকে তার

পাসে দেখে তাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদ কাঁদ স্বরে বললেন, তুমি এখানে কেন এসেছিলে?

দারোয়ান বলল, স্যার আপনি প্রতিদিন অফিস শেষে যাওয়ার সময় আমাকে সালাম দিয়ে যান। কিন্তু আজ আপনি আমাকে সালাম দেননি এবং মুছাফাহাও করেননি। তাই আমি ভাবলাম আপনি কোন কাজে আটকে গেছেন। কিন্তু আমি অফিসে এসে দেখি আপনি নেই। তাই এদিক সেদিক খুঁজতে লাগলাম। কোথাও খুঁজে না পেয়ে অফিসের চাবি নিয়ে প্রত্যেকটি রুম খুঁজা শুরু করলাম। অবশেষে গোডউন রুমে এসে পৌঁছালাম এবং আপনাকে এখানে অজ্ঞান অবস্থায় পেলাম।

শিক্ষা :

১. *আল্লাহ ভালো কাজের প্রতিদান উত্তমভাবে দিয়ে থাকেন।*

২. *সালাম, মুছাফাহা ও কুশল বিনিময় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সুন্নাত। এ সুন্নাত পালনে পরস্পরের মধ্যে ভালোবাসা বৃদ্ধি পায় এবং আল্লাহ্র রহমত পাওয়া যায়।*

আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, তোমরা দৃঢ়ভাবে সৎকর্ম করে যাও এবং মধ্যমপন্থা অবলম্বন কর। তোমরা জেনে রাখ যে, 'তোমাদের কেউ তার আমলের মাধ্যমে নাজাত পাবে না। তারা বললেন, আপনিও নয় হে আল্লাহ্র রাসূল? তিনি বললেন, আমিও না। যদি না আল্লাহ আমাকে নিজ অনুগ্রহ দ্বারা আবৃত করেন' *(মুসলিম হা/২৮১৬)*।

কবিতা গুচ্ছ

সভ্যতার কারিগর

ফারহান আহমাদ
কুমারখালী, কুষ্টিয়া।

গরীব বলে কেন তুমি
করো অবহেলা
তারা ছাড়া কাটবে কি তোমার
কভু একটা বেলা?
তোমার যে ঐ রঙ্গিন প্রাসাদ
গড়েছে কে বলো?
তারাই তো সেই দিন মজুর
কৃষক মানুষগুলো।
আজকের এই সভ্যতায়
তাদের বিরাট অবদান
সময় থাকতে দাও তাদের
প্রাপ্য সম্মান।

ভয় নয় জয়

রাকীবুল ইসলাম
গাংনী, মেহেরপুর।

হতাশা নয়, নিরাশা নয়
বিশ্বাস রাখো জীবনে
ব্যর্থতা নয়, চিন্তিত নয়
ভরসা রাখো এ মনে।
অপূর্ণতা নয়, অবসাদ নয়
আশা করো প্রতিক্ষণে
রাগ নয়, যুদ্ধ নয়
ইসলামী শান্তির কাননে
সমস্যা নয়, অসম্ভব নয়
সমাধান মিলবে অধ্যয়নে।
আনমনা নয় উদাসীন নয়
মনোযোগী হও জীবনে
মূর্খতা নয়, পরাজিত নয়
এগিয়ে চল ভুবনে।
স্থির, অসম নয়
সবেগে চল গোপনে
সব ভয় হবে জয়
প্রভুর বিশ্বাস রেখো নিশ্চয়।

দয়া করো

উম্মে হাবীবা তাসনীম, ৮ম শ্রেণী
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী
(মহিলা শাখা), নওদাপাড়া, রাজশাহী।

আকাশে চাঁদ, তারা
অপরূপ কি সুন্দর ধরা
সব তোমার দান,
হে মহীয়ান।
সাগর নদী যত
চলছে অবিরত
তোমারই সব দান
তুমি রহমান।
মনের মাঝে সকল কাজে
তোমার যিকির সদা বাজে
রহম করো, ধন্য করো
তোমার প্রিয় বান্দা করো।
দয়া করে হে দয়াবান
পরপারে বিপদ হলে
মুশকিল করো আসান।

বাংলাদেশের জলপ্রপাত সমূহ

মুহাম্মাদ মুঈনুল ইসলাম
কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক, সোনামণি।

সিলেট অঞ্চল

মাধবকুণ্ড জলপ্রপাত

মাধবকুণ্ড জলপ্রপাত বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ জলপ্রপাত হিসাবে সমধিক পরিচিত যা সিলেট বিভাগের মৌলভীবাজার যেলায় অবস্থিত। পাথারিয়া পাহাড় (পূর্বনাম আদম আইল পাহাড়) কঠিন পাথরে গঠিত; এই পাহাড়ের উপর দিয়ে গঙ্গামারা ছড়া বহমান। এই ছড়া মাধবকুণ্ড জলপ্রপাত হয়ে নিচে পড়ে হয়েছে মাধবছড়া। অর্থাৎ গঙ্গামারা ছড়া হয়ে বয়ে আসা জলধারা ১২ই অক্টোবর ১৯৯৯-এর হিসাবমতে প্রায় ১৬২ ফুট উঁচু থেকে নিচে পড়ে মাধবছড়া হয়ে বহমান। সাধারণত একটি মূল ধারায় পানি সব সময়ই পড়তে থাকে। বর্ষাকাল এলে মূল ধারার পাশেই আরেকটা ছোট ধারা তৈরি হয় এবং ভরা বর্ষায় দুটো ধারাই মিলেমিশে একাকার হয়ে যায় পানির তীব্র তোড়ে। পনির এই বিপুল ধারা পড়তে পড়তে নিচে সৃষ্টি হয়েছে বিরাট কুণ্ডের। এই মাধবছড়ার পানি পশ্চিম দিকে প্রবাহিত হয়ে গিয়ে মিশেছে হাকালুকি হাওরে। কুণ্ডের ডানপাশে পাথরের গায়ে সৃষ্টি হয়েছে একটি গুহার, যার স্থানীয় নাম কাব। এই কাব দেখতে অনেকটা চালাঘরের মতো।

পরিকুণ্ড ঝর্ণা

পরিকুণ্ড জপ্রপাত, বা পরিকুণ্ড ঝর্ণা হল বাংলাদেশের মৌলভীবাজার যেলার একটি প্রাকৃতিক জলধারা যেটি স্থানীয় পাহাড় থেকে প্রায় ১৫০ ফুট নিচে পতিত হচ্ছে। এর সন্নিকটেই সুপরিচিত 'মাধবকুণ্ড জলপ্রপাত' অবস্থিত।

অবস্থান : এটি সিলেট বিভাগের মৌলভীবাজার যেলার বড়লেখা উপযেলার কাঠালিয়া ইউনিয়নের 'পাথারিয় পাহাড়' (পূর্বনাম আদম আইল পাহাড়) এ অবস্থিত।

বর্ণনা : পরিকুণ্ড জলপ্রপাত কিছুটা কম পরিচিত। মাধবকুণ্ড ঝর্ণার চেয়ে পরিকুণ্ড কিছুটা নির্জন। প্রায় ১৫০ ফুট উঁচু থেকে পাথরের খাড়া পাহাড় বেয়ে নেমে এসেছে ঝর্ণাটি। বর্ষামৌসুমে পরিকুণ্ড ঝর্ণা পানিতে পূর্ণ থাকে।

[চলবে]

রিফাত : (স্টেজে প্রবেশ করে কলার চোঁচায় পা পড়ে পিছলিয়ে পড়ে যাবে এবং জ্ঞান হারিয়ে যাবে।

রিযওয়ান : (স্টেজে প্রবেশ করে) রিফাতের পকেট হাতড়িয়ে মোবাইল, মানি ব্যাগ চুরি করে পালাবে।

হাসান : মোবাইলে ছবি তুলবে। অতঃপর ফেসবুকে দেওয়ার জন্য প্রসেসিং করবে।

খালেদ, বকর ও হাসান : (স্টেজে প্রবেশ করে) আহত সোনামণির মাথায় পানি দিয়ে সমান্য সেবা দিয়ে মেডিকেল নিয়ে যাবে।

জাফর ও ছিফাত : স্টেজে প্রবেশ করে মোবাইল চোর ও ফেসবুকে আপলোডকারীকে ধরে ফেলবে।

জাফর : (চোরকে বলবে) তুমি মোবাইল ও মানি ব্যাগ চুরি করে পালাচ্ছ কেন? তার সেবা করা উচিত ছিল।

রিযওয়ান : (চোর বলবে) সিগারেট খাওয়ার পয়সা নেই। সেই চিন্তায় ব্যস্ত আছি। অন্য দিকে দেখার আর সময় আছে।

জাফর : ভাই মানুষের এরকম স্বভাব হওয়া উচিত নয়। বরং আহত ব্যক্তির সেবা করা উচিত ছিল। এছাড়া সিগারেট খাওয়াও হারাম।

শাহীন ও আফীফ : (দুই পথচারী সোনামণি রাস্তায় চলতে তাদের সাক্ষাত হবে) (আফীফ বলবে) ভাইয়া তোমাদের কী হয়েছে? তোমরা হইচই করছ কেন?

জাফর : আমাদের মাদ্রাসার ৫ম শ্রেণীর ছাত্র সোনামণি রিফাত হঠাৎ কালার চোঁচাই পা পিছলিয়ে পড়ে অজ্ঞান হয়েছে। এরই ফাঁকে তার মানি ব্যাগ ও মোবাইল চুরি করে পালাচ্ছিল।

শাহীন : ভাই এটা তো কোন আদর্শ মানুষের কাজ নয়। বরং আহত ব্যক্তি পাশে দাঁড়ানোই তোমার উচিত। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, وَاللهُ فِى عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِى عَوْنِ أَخِيهِ 'আল্লাহ বান্দার সাহায্যে অতক্ষণ থাকেন, যতক্ষণ বান্দা তার ভাইয়ের সাহায্যে থাকে' (মুসলিম হা/২৬৯৯)।

হাসান : এগিয়ে এসে শাহীনকে বিকৃত ভাষায় সালাম দিয়ে কদমবুচি করবে।

আফীফ : ভাইয়া তুমি এটা কি করছ? এ বিকৃত ভাষায় সালাম দেওয়া তো রাসূলের সুন্নাত নয়। বরং রাসূলের সুন্নাত হচ্ছে এই বলে সালাম দেওয়া। 'আসসালা-মু আলায়কুম ওয় রহমাতুল্লা-হ'। এর **অর্থ :** আপনার (বা আপনাদের) উপর শান্তি ও আল্লাহ্র অনুগ্রহ বর্ষিত হৌক'। আর জওয়াবে বলবে, ওয়া আলাইকুমুস সালা-মু ওয়া রহমাতুল্লা-হি ওয়া রাবাকা-তুহূ। **অর্থ :** আপনার (বা আপনাদের উপর শান্তি ও আল্লাহ্র অনুগ্রহ বর্ষিত হৌক'। জাহেলী যুগে শুভেচ্ছা জ্ঞাপনের ক্ষেত্রে (Good morning) অর্থাৎ সুপ্রভাত এবং (Good evening) শুভসন্ধ্যা, (Good night) শুভরাত্রী ইত্যাদি বলা হত। ইসলাম আসার পর উক্ত প্রথা বাতিল হয় এবং সালামের প্রচলন হয়। সালামের বিনিময়ে সাথে একে অপরের ডান হাতের তালু মিলিয়ে মুছাফাহা করতে হয়। দুইজনের চার হাত মিলানো, বুকে হাত লাগানো এবং কদমবুসি করা সুন্নাত বিরোধী আমল। যা পরিত্যাজ্য *(আবু দাঊদ হা/৫২১২)*।

শাহীন : 'সুবহানাল্লাহ'! তোমাদের কাছ থেকে মানব জীবনের পালনীয় অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় শিখলাম। আমি বাস্তব জীবনে আমল করব ইনশাআল্লাহ। তুমি এগুলো কোথা থেকে শিখলে?

জাফর : আমি সোনামণি সংগঠনের সাপ্তাহিক বৈঠকে বসে এগুলো শিখেছি।

রিযওয়ান : সোনামণি কি?

জাফর : সোনামণি একটি আদর্শ জাতীয় শিশু-কিশোর সংগঠন। মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব ১৯৯৪** সালের ২৩শে সেপ্টেম্বর এ সংগঠন প্রতিষ্ঠান করেন। এ সংগঠনের মূলমন্ত্র হল : 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর আদর্শে নিজেকে গড়া'।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছিলেন সকল প্রকার মানবিক গুণে গুণান্বিত এক অসাধারণ

ব্যক্তিত্ব। তাঁর মাধ্যমে অনেক মু'জিযা সংঘটিত হয়েছে। তাঁর শ্রেষ্ঠ মু'জিযা আল-কুরআন। এছাড়াও তাঁর নির্দেশে চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হয়েছে। তাঁর দো'আর বরকতে এক ছা' যব ও একটি ছোট বকরীর বাচ্চা মাধ্যমে এক হাযার ছাহাবীর খাওয়ার ব্যবস্থা হয়েছিল। বন্ধু ও শত্রু সকলের মুখে সমভাবে তাঁর অনুপম চরিত্র মাধুর্যের প্রশংসা বর্ণিত হয়েছে। কঠোর প্রতিপক্ষ আবু সুফিয়ান সম্রাট হেরাক্লিয়াসের সম্মুখে অকুণ্ঠ চিত্তে তাঁর সততা, আমানতদারী ও সচ্চরিত্রতার উচ্চ প্রশংসা করেছেন *(বুখারী হা/৭)*। আল্লাহপাক নিজেই স্বীয় রাসূলের প্রশংসায় বলেন, وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيْمٍ 'নিশ্চয়ই তুমি মহান চরিত্রের অধিকারী' *(ক্বলম ৬৮/৪)*।

শাহীন : রাসূল (ছাঃ)-এর আগমনেই যুদ্ধ-বিগ্রহ আরব বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সেই রাসূলকে গালি দেয়া, তাঁর ব্যঙ্গ কার্টুন প্রকাশ করা বিশ্বে অশান্তি সৃষ্টির শামিল। যারা এটা করে তার মানবতার শত্রু। তাদের বিরুদ্ধে আল্লাহ বলেন, إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا 'যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে কষ্ট দেয়, আল্লাহ তাদের প্রতি ইহকালে ও পরকালে লা'নত করেন। আর তিনি তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন লাঞ্ছনাকর শাস্তি' *(আহযাব ৩৪/৫৭)*।

এ সংগঠনের রয়েছে ৫টি নীতিবাক্য যথা :

(ক) সকল অবস্থায় আল্লাহ্র উপর ভরসা করি।

(খ) রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে সর্বোত্তম আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করি।

(গ) নিজেকে সৎ ও চরিত্রবান হিসাবে গড়ে তুলি।

(ঘ) ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায়ের প্রতিরোধ করি।

(ঙ) আদর্শ পরিবার গড়ি এবং দেশ ও জাতির সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করি।

আমীন : তোমাকে ধন্যবাদ ফাহীম।

ফাহীম : তোমাকেও ধন্যবাদ।

[আলোচ্য সংলাপটি সোনামণি কেন্দ্রীয় সম্মেলন ২০২০ (তারিখ : ১৩.১১.২০২০ খ্রি.) এ পরিবেশিত হয়।]

ছেলের শিক্ষকের কাছে আব্রাহাম লিংকনের চিঠি

আবু হানীফ
কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক, সোনামণি।

আব্রাহাম লিংকন আমেরিকায় জন্মগ্রহণকারী একজন প্রতিভাবান ব্যক্তিত্ব। কোন আনুষ্ঠানিক শিক্ষা না পেলেও তিনি ছিলেন অসাধারণ জ্ঞান সম্পন্ন এক প্রতিভাবান ব্যক্তিত্ব। তার প্রমাণ মেলে তাঁর জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে। তিনি ১৮৬০ সালে আমেরিকার ১৬তম রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন।

আব্রাহাম লিংকন তার সন্তানকে স্কুলে পাঠিয়ে স্কুলের প্রধান শিক্ষক বরাবর একটি চিঠি লিখেছিলেন, যা আজও শিক্ষকদের জন্য শিক্ষাদানের পথ-নির্দেশিকা হিসাবে প্রচলিত। নিম্নে তা উল্লেখ করা হল।

মাননীয় মহাশয়,

আমার পুত্রকে জ্ঞানার্জনের জন্য আপনার কাছে প্রেরণ করলাম। তাকে আদর্শ মানুষ হিসাবে গড়ে তুলবেন এটাই আপনার কাছে আমার বিশেষ দাবি। আমার পুত্রকে অবশ্যই শেখাবেন- সব মানুষই ন্যায়পরায়ণ নয়, সব মানুষই সত্যনিষ্ঠ নয়। তাকে এও শেখাবেন প্রত্যেক বদমায়েশের মাঝেও একজন বীর থাকতে পারে, প্রত্যেক স্বার্থবান রাজনীতিকের মাঝেও একজন নিঃস্বার্থ নেতা থাকে। তাকে শেখাবেন পাঁচটি ডলার কুড়িয়ে পাওয়ার চেয়ে একটি উপার্জিত ডলার অধিক মূল্যবান। এও তাকে শেখাবেন, কিভাবে পরাজয়কে মেনে নিতে হয় এবং কিভাবে বিজয়োল্লাস উপভোগ করতে হয়। হিংসা থেকে দূরে থাকার শিক্ষাও তাকে দিবেন। যদি পারেন নীরব হাসির গোপন সৌন্দর্য তাকে শেখাবেন। সে যেন আগেভাগেই এ কথা বুঝতে পারে- যারা পীড়নকারী তাদেরই সহজে কাবু করা যায়। বইয়ের মাঝে কি রহস্য আছে তাও তাকে বুঝতে শেখাবেন। আমার পুত্রকে শেখাবেন- বিদ্যালয়ে নকল করার চেয়ে অকৃতকার্য হওয়া অনেক বেশী সম্মানজনক। নিজের উপর তার যেন সুমহান আস্থা থাকে, এমনকি সবাই যদি সেটাকে ভুলও মনে করে। তাকে শেখাবেন, ভদ্রলোকের প্রতি ভদ্র আচরণ করতে, কঠোরদের প্রতি কঠোর হতে। আমার পুত্র যেন এ শক্তি পায়- হুজুগে মাতাল জনতার পদাঙ্ক অনুসরণ না করার। সে যেন সবার কথা শোনে এবং তা সত্যের পর্দায় ছেঁকে যেন ভালোটাই শুধু গ্রহণ করে- এ শিক্ষাও তাকে দিবেন।

সে যেন শিখে দুঃখের মাঝে কীভাবে হাসতে হয়। আবার কান্নার মাঝে লজ্জা নেই একথা তাকে বুঝতে শেখাবেন। যারা নির্দয়, নির্মম তাদের সে যেন ঘৃণা করতে শিখে। আর অতিরিক্ত আরাম-আয়েশ থেকে সাবধান থাকে। আমার পুত্রের প্রতি সদয় আচরণ করবেন কিন্তু সোহাগ করবেন না। কেননা আগুনে পুড়েই ইস্পাত খাঁটি হয়। আমার সন্তানের যেন অধৈর্য হওয়ার সাহস না থাকে, থাকে যেন সাহসী হওয়ার ধৈর্য। তাকে এ শিক্ষাও দিবেন- নিজের প্রতি তার যেন সুমহান আস্থা থাকে আর তখনই তার সুমহান আস্থা থাকবে মানবজাতির প্রতি।

ইতি

আব্রাহাম লিংকন

সম্মানিত অভিভাবকবৃন্দ! একটু ভাবুন তো, একজন খ্রিস্টান হিসাবে তিনি যে সকল উপদেশ তাঁর সন্তানের জন্য শিক্ষকের প্রতি দিয়েছেন; আমরা মুসলিম হিসাবে কি তা দিতে পেরেছি আমাদের ছোট্ট সোনামণিদেরকে? তিনি কি ইসলামের আদর্শকে সামনে রেখে তার ছেলেকে উপদেশ দিয়েছেন? কিন্তু আমরা মহান আল্লাহ্র নিকট মনোনিত একমাত্র ইসলাম ধর্মের অনুসারী এমনকি সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূলের সর্বোত্তম আদর্শের অনুসারী, তাহলে কি আমাদের উচিৎ নয় তাদেরকে ইসলামের ছায়াতলে আবদ্ধ করে রাসূলের আদর্শ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে শিক্ষা লাভ করাতে? যেশিক্ষা অর্জন রাসূল (ছাঃ) ফরয করেছেন। আর সেই শিক্ষা হচ্ছে- মহান আল্লাহ বলেন, اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ 'পড় তোমার প্রভুর নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন' *(আলাক্ব ৯৬/১)*।

মূলতঃ এই শিক্ষাই হবে জাতির মেরুদণ্ড। এই শিক্ষাই প্রতিটি সোনামণিদের জীবন থেকে অন্ধকার দূর করে আলোকিত জীবন দান করতে পারবে, পারবে মানবজাতির সেবা করতে। পারবে পরিবার, সমাজ ও দেশ থেকে শিরক-বিদা'আত, অন্যায়-অশ্লীলতা, বেহায়াপনা, সূদ-ঘুষ ও দূর্নীতি মুক্ত সোনার বাংলাদেশ গড়তে। সে তারাই একদিন এদেশকে বিশ্ব দরবারে তুলে ধরবে সোনার বাংলাদেশ হিসাবে। আর তারাই হবে দেশ ও জাতির সম্পদ। মহান আল্লাহ সকল সোনামণিদেরকে রাসূলের আদর্শে জীবন গড়ার তাওফীক দান করুন-আমীন!

বিকাশে ভুল করে আসা ১৯ হাযার টাকা ফেরত দিল কিশোর

বিকাশে ভুল করে পাঠানো রংপুরের এক ব্যক্তির ১৯ হাযার ৩৩৩ টাকা ফেরত দিল মৌলভীবাজারের কিশোর পরশ আহমাদ। অষ্টম শ্রেণীর এই ছাত্রের সততায় মুগ্ধ টাকা ফেরত পাওয়া ব্যক্তি। এলাকাবাসীও এই কিশোরের সততার প্রশংসা করছে।

আহমাদের বাড়ি মৌলভীবাজারের কমলগঞ্জ উপযেলার আদমপুর ইউনিয়নের জালালপুর গ্রামে। তাঁর বাবার নাম যহীর মিয়া। স্থানীয় এম এ ওহহাব উচ্চবিদ্যালয়ের অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র সে।

গত ১০ই ডিসেম্বর ২০২০ বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে সাতটায় আহমাদের ব্যক্তিগত বিকাশ নম্বরে হঠাৎ চলে আসে ১৯ হাযার ৩৩৩ টাকা। টাকা পেয়ে অবাক আহমাদ ঘটনা বুঝতে না পেরে সঙ্গে সঙ্গে পরিবার ও স্থানীয় নৈনারপর এলাকার বিকাশ এজেন্ট স্টুডেন্ট লাইব্রেরীকে বিষয়টি অবহিত করে। ওই বিকাশ এজেন্ট সঙ্গে সঙ্গে টাকাটি এসেছে যে নম্বর থেকে, সেখানে কল করে। মুঠোফোনের ওপার থেকে জানানো হয়, নম্বরটি রংপুরের একজন বিকাশ এজেন্টের। ওবায়দুল হক নামের সেখানকার এক ব্যক্তি ওই বিকাশ এজেন্টের মাধ্যমে টাকাটি একজনকে পাঠাতে গিয়ে ভুলে আরেক নম্বরে (আহমাদের) পাঠিয়েছে। ওবায়দুল হক আহমাদকে জানান টাকাটি ফেরত দিলে তিনি তার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকবেন। তৎক্ষণাৎ আহমাদ টাকা পাঠিয়ে দেয়।

আজকাল মুঠোফোনে ভুলক্রমে ১০০ টাকা রিচার্জ হলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে অনুরোধ করেও সে টাকা ফেরত পাওয়া দুষ্কর হয়ে পড়ে। সেখানে একজন কিশোর ছাত্র বিকাশে ১৯ হাযার ৩৩৩ টাকা ফেরত পাঠিয়ে সততার বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।

(আমরা এই কিশোরকে আন্তরিক মুবারকবাদ জানাই এবং তার জন্য আল্লাহ্র নিকট দো'আ করি, তিনি যেন তাকে দু'জাহানে উত্তম প্রতিদান দান করেন। সেই সাথে সকলকে তার মত সৎ হওয়ার উদাত্ত আহ্বান জানাই- সম্পাদক)

আব্দুল্লাহ (রাঃ) নবী (ছাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, 'সত্যবাদিতা ব্যক্তিকে নেকীর দিকে পরিচালিত করে আর নেকী তাকে জান্নাতের পথ দেখায়। আর মানুষ সত্য কথা বলতে বলতে অবশেষে সত্যবাদীর মর্যাদা লাভ করে' *(বুখারী হা/৬০৯৪)*।

সংগঠন পরিক্রমা

নওদাপাড়া, রাজশাহী ১৩ই নভেম্বর শুক্রবার : অদ্য সকাল ৯-টায় রাজশাহী মহানগরীর নওদাপাড়াস্থ আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফীর পূর্ব পার্শ্বস্থ ময়দানে 'সোনামণি কেন্দ্রীয় সম্মেলন ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান ২০২০' অনুষ্ঠিত হয়। 'সোনামণি' সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান পৃষ্ঠপোষক 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন আমেরিকার লুজিয়ানা টেকনিক্যাল ইউনিভার্সিটির সাবেক প্রফেসর ড. শহীদ নকীব ভূঁইয়া (ঢাকা)। তিনি তাঁর বক্তব্যে বলেন, আজ অধিকাংশ অভিভাবকরা সোনামণিদেরকে নিয়ে শুধু দুনিয়াবী শিক্ষার পিছনে ছুটছে। ফলে তারা দুনিয়ায় কিছু পেলেও দ্বীন থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। এজন্য তারা আখেরাতে ক্ষতির দ্বার প্রান্তে উপনীত হচ্ছে। সোনামণি সংগঠন শিশু-কিশোরদের দুনিয়াবী শিক্ষার সাথে সঠিক দ্বীন শিক্ষা দেওয়ার কাজ করে যাচ্ছে। তাই যারা 'সোনামণি' সংগঠনের সাথে যুক্ত হতে পেরেছে তারা সৌভাগ্যবান। তিনি বলেন, সোনামণিদের উদ্ভাবনী শক্তি কাজে লাগাতে হবে। তাহলে তারা তাদের মেধার বিকাশ ঘটাতে পারবে। শুধু নিজের চিন্তায় বিভোর থাকলে চলবে না, বরং অন্যের জন্য কিছু করার চিন্তা করতে হবে। সমাজের সর্বস্তরে প্রকৃত ইসলামী চরিত্র নিয়ে আসতে হবে। তাহলে মানুষ ইহকালে শান্তি ও পরকালে মুক্তি পাবে। 'সোনামণি' সে লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। তাই তিনি এ সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালকগণকে ধন্যবাদ জানান।

সম্মেলনে স্বাগত ভাষণ পেশ করেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রফেসর (অব.) ড. মুহাম্মাদ হারূণুর রশীদ, 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম, 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ড'-এর চেয়ারম্যান, 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি ও 'সোনামণি'র পৃষ্ঠপোষক ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব এবং আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফীর প্রিন্সিপাল মাওলানা আব্দুল খালেক সালাফী। অতিথিগণ স্ব স্ব ভাষণে সম্মেলনকে স্বাগত জানান ও সোনামণি বালক-বালিকাদের রাসূল (ছাঃ)-এর আদর্শে গড়ে তোলার এই সুন্দর প্রচেষ্টার জন্য পরিচালকদের ধন্যবাদ জানান।

সভাপতির ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত বলেন, কচি-কাঁচা সোনামণিরা পিতা-মাতার সবচেয়ে আদর ও স্নেহের পাত্র। কোন বাপ-মা তার সন্তানকে

আগুনে ফেলে দিতে পারে না। তেমনিভাবে সবচেয়ে প্রিয় সৃষ্টি মানুষকে আল্লাহ চান না যে তারা জাহান্নামের আগুনে নিক্ষিপ্ত হৌক। তাই তিনি বলেন, হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদেরকে ও তোমাদের পরিবারকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও *(তাহরীম ৬৬/৬)*।

তিনি বলেন, আমরা সোনামণিদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচানের জন্যই 'সোনামণি' সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেছিলাম। যাতে তারা তাওহীদ ও সুন্নাতের পথ ধরে জাহান্নামের আগুন থেকে বেঁচে জান্নাতের অধিকারী হতে পারে। আজকাল অধিকাংশ মানুষ সুখের আশায় শুধু অর্থের পিছনে ছুটছে। অথচ আল্লাহকে চেনা ও তাঁর বিধান মানার মধ্যেই প্রকৃত সুখ নিহিত রয়েছে।

তিনি বলেন, সোনামণিদেরকে ছোট থেকেই হক-এর পথে দাওয়াত দেওয়ার প্রশিক্ষণ নিতে হবে। এখন থেকে প্রশিক্ষণ না নিলে বড় হয়েও সে মানুষের সামনে কথা বলতে পারবে না। আল্লাহ প্রত্যেক মানুষকে আলাদা আলাদা মেধা ও যোগ্যতা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। দুনিয়ায় আল্লাহ্র দেওয়া যোগ্যতা অনুযায়ী কেউ হাফেয হবে, কেউ আলেম হবে, কেউ ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ার হবে। সেই মেধা ও যোগ্যতা অনুযায়ী কাজ করার সুযোগ করে দেওয়ার দায়িত্ব অভিভাবকদের। তাহলেই তারা বড় হয়ে স্ব স্ব ক্ষেত্রে যথার্থ অবদান রাখতে পারবে। সেই সাথে আমরা যদি তাদের আক্বীদার ভিত্তি ঠিক করে দিতে পারি, তাহলে তারা ভবিষ্যতে পথভ্রষ্ট হবে না বলে আশা করা যায়। সেই ভিত্তি তৈরীর পথ হল সংগঠন। একটি বাড়িতে ছোটরা থাকবে 'সোনামণি', যুবকরা থাকবে 'যুবসংঘ', বয়স্করা 'আন্দোলন' ও মা-বোনরা থাকবে 'মহিলা সংস্থা'র আওতাভুক্ত। তাহলে সে বাড়ি জান্নাতী বাড়িতে পরিণত হবে ইনশাআল্লাহ। সেই জান্নাতী বাড়ি তৈরীর প্রশিক্ষণ গ্রহণের জন্য যেসকল অভিভাবক তাদের বাচ্চাদের এই সংগঠনে দিয়েছেন ও যারা আজকের প্রোগ্রামে এসেছে তাদেরকে তিনি আন্তরিক মুবারকবাদ জানান। সবশেষে তিনি অতিথিবৃন্দ, 'আন্দোলন', 'যুবসংঘ', 'সোনামণি' ও আল-'আওনের সকল পর্যায়ের দায়িত্বশীল, অভিভাবক ও সোনামণিদের ধন্যবাদ জানিয়ে বক্তব্য শেষ করেন।

সম্মেলনে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম, রাজশাহী-পশ্চিম সাংগঠনিক যেলা 'সোনামণি'র পরিচালক মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান, রাজশাহী মহানগরীর সোনামণি পরিচালক আবু রায়হান প্রমুখ। সম্মেলনে 'আন্দোলন', 'যুবসংঘ', 'সোনামণি' ও 'আল-'আওন'-এর কেন্দ্রীয় ও যেলা দায়িত্বশীলগণ এবং ১৮টি যেলার বিপুল সংখ্যক সোনামণি অংশগ্রহণ করে। সম্মেলনে কুরআন তেলাওয়াত

করে সোনামণি মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ আনছারী ও জাগরণী পরিবেশন করে ওবায়দুর রহমান। সম্মেলনে সঞ্চালক ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক রবীউল ইসলাম, আবু হানীফ ও রাজশাহী মহানগর 'সোনামণি'র পরিচালক আবু রায়হান। সম্মেলনে সোনামণি সদস্যরা 'মানবিক মূল্যবোধ' বিষয়ে মনোজ্ঞ 'সংলাপ' পরিবেশন করে। অতঃপর 'কেন্দ্রীয় সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ২০২০'-এ বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন সভাপতি ও অতিথিবৃন্দ। উল্লেখ্য যে, কেন্দ্রীয় পর্যায়ে প্রতিযোগিতায় ১৫৮ জন বালক ও ৯৭ জন বালিকা সহ মোট ২৫৫ জন সোনামণি অংশগ্রহণ করে। তন্মধ্যে ৩৯ জন বিজয়ীকে বিশেষ পুরস্কার ও অন্যদের উৎসাহ পুরস্কার দেওয়া হয়। নিম্নে প্রতিযোগিতার বিষয় ও বিজয়ীদের নাম সমূহ উল্লেখ করা হল :

১. হিফযুল কুরআন তাজবীদসহ (২৯ ও ৩০ তম পারা) : বালক গ্রুপ : ১ম : মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ আনছারী (বগুড়া), **২য় :** ফরীদুয্যামান (নওগাঁ), **৩য় :** ওমায়ের রহমান (যশোর)।

বালিকা গ্রুপ : ১ম : জান্নাতী খাতূন (বগুড়া), **২য় :** নুজহাত নাহিয়ান শিফা (রাজশাহী), **৩য় :** ফাহমীদা (নাটোর)।

২. অর্থসহ হিফযুল কুরআন ও অর্থসহ হিফযুল হাদীছ (সূরা আন'আম ৭৪-৭৯ আয়াত এবং ১০টি হাদীছ)। **বালক গ্রুপ : ১ম :** নিয়ায মাহমূদ (নাটোর), **২য় :** রোকনুয্যামান (রাজশাহী), **৩য় :** হাবীবুল্লাহ (সাতক্ষীরা)। **বালিকা গ্রুপ : ১ম :** মাহফূযা সীমা (রাজশাহী), **২য় :** রোকাইয়া খাতূন (রাজশাহী), **৩য় :** মাঈশা খাতূন (বগুড়া)

৩. দো'আ : বালক গ্রুপ : ১ম : মুহাম্মাদ মাহীন (টাঙ্গাইল), **২য় :** আল-আমীন (বগুড়া), **৩য় :** নাহীদ হাসান (গাইবান্ধা)। বালিকা গ্রুপ : **১ম :** মরিয়ম (রাজশাহী), **২য় :** ইশরাত জাহান (বগুড়া), **৩য় :** মারজানা (নওগাঁ)।

৪. সাধারণ জ্ঞান : বালক গ্রুপ : ১ম : তাসনীম আহমাদ (দিনাজপুর), **২য় :** শরীফুল ইসলাম (কুমিল্লা), **৩য় :** আব্দুল্লাহ আল-যুবায়ের (দিনাজপুর)। বালিকা গ্রুপ : **১ম :** আকলিমা আখতার (রংপুর), **২য় :** আয়েশা খাতূন (সাতক্ষীরা), **৩য় :** সা'দিয়াহ ইসলাম (রাজশাহী)।

৫. জাগরণী : বালক গ্রুপ : ১ম : ওবায়দুর রহমান (চাঁপাই নবাবগঞ্জ), **২য় :** ওবায়দুল্লাহ (গাইবান্ধা), **৩য় :** শাহাদাত হোসাইন (সিরাজগঞ্জ)। **বালিকা গ্রুপ : ১ম :** রাশীদা আখতার (রাজশাহী), **২য় :** মিছবাহ কবীর (রাজশাহী), **৩য় :** সুমাইয়া আখতার (পাবনা)।

৬. আযান : বালক গ্রুপ : ১ম : নাফীস ইকবাল (কুষ্টিয়া), **২য় :** মুশফিকুর রহমান (বগুড়া), **৩য় :** আরযুল ইসলাম (রাজশাহী), **৩য় :** ওবায়দুর রহমান (চাঁপাই নবাবগঞ্জ)।

৭. হস্তাক্ষর : আয়াতুল কুরসী (বাক্বারাহ ২৫৫ আয়াত) আরবী ও বাংলা। **বালক গ্রুপ : ১ম :** জাহিদ হাসান (রাজশাহী), ২য় : আব্দুর রহমান (সাতক্ষীরা), **৩য় :** কাওছার হাবীব (রাজশাহী)। বালিকা গ্রুপ : **১ম :** মা'রূফা খাতূন (রাজশাহী), **২য় :** রোকাইয়া খাতূন (রাজশাহী), **৩য় :** নাবীলা আখতার সাবীনা (ঝিনাইদহ)।

৮. গঠনতন্ত্র ও সোনামণি প্রতিভা : (পরিচালকদের জন্য) : **১ম :** নাজমুন নাঈম (সাতক্ষীরা), **২য় :** আতীকুর রহমান যাকারিয়া (নওগাঁ), **৩য় :** আব্দুল হাসীব (খুলনা)।

তেঁতুলবাড়িয়া পূর্বপাড়া, গাংনী, মেহেরপুর ২৬শে ডিসেম্বর শনিবার : অদ্য বাদ সকাল ১০-টায় যেলার গাংনী থানাধীন তেঁতুলবাড়িয়া পূর্বপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। অত্র শাখা 'সোনামণি'র প্রধান উদেষ্টা মুহাম্মাদ আব্দুল মান্নানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক আবু হানীফ। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ ইয়াকুব আলী, অর্থ সম্পাদক ইখতারুল ইসলাম ও যেলা 'সোনামণি'র পরিচালক মাহফূযুর রহমান। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি মুহাম্মাদ রোহান ও জাগরণী পরিবেশন করে মুহাম্মাদ সাঈদ আল-সাবাহ।

আন্ধারীঝাড়, ভুরুঙ্গামারী, কুড়িগ্রাম ১৮ই ডিসেম্বর শুক্রবার : অদ্য বাদ মাগরিব যেলার ভুরুঙ্গামারী থানাধীন আন্ধারীঝাড় আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। অত্র এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব মুহাম্মাদ মাহমুদূল হাসানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক আবু হানীফ। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি মুহাম্মাদ ছিয়াম ও জাগরণী পরিবেশন করে মুহাম্মাদ মুছাদ্দেক হোসাইন।

ছয়গাঁও শেখপাড়া, ভেদরগঞ্জ, শরীয়তপুর ১২ই ডিসেম্বর শনিবার : অদ্য সকাল ৭-টায় যেলার ভেদরগঞ্জ থানাধীন ছয়গাঁও শেখপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আব্দুল কাদেরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক আবু হানীফ।

অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি মুহাম্মাদ তামীমুল ইসলাম ও জাগরণী পরিবেশন করে মুহাম্মাদ নাহিদ হাসান।

ইটাগাছা, সাতক্ষীরা ১১ই ডিসেম্বর শুক্রবার : অদ্য বাদ আছর যেলার সদর থানাধীন ইটাগাছা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'যুবসংঘ'-এর সমাজকল্যাণ সম্পাদক মুহাম্মাদ সাইফুল্লাহ্র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক মুহাম্মাদ আবু তাহের। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'সোনামণি'র পরিচালক আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর ও সদর উপযেলার 'সোনামণি'র সহ-পরিচালক আখতারুল আলম।। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি মুহাম্মাদ মুজাহিদুর রহমান ও জাগরণী পরিবেশন করে আবিদুর রহমান।

সোনাবাড়িয়া, কলারোয়া, সাতক্ষীরা ৩রা ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ আছর যেলার কলারোয়া থানাধীন সোনাবাড়িয়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। অত্র শাখা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মীযানুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক মুহাম্মাদ আবু তাহের। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন উক্ত মসজিদ মক্তব বিভাগের শিক্ষক মুহাম্মাদ কামরুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি মুহাম্মাদ আবু নাছির ও জাগরণী পরিবেশন করে তামান্না খাতুন।

কাযীপাড়া, জলঢাকা, নীলফামারী ১৮ই ডিসেম্বর শুক্রবার : অদ্য বাদ মাগরিব যেলার জলঢাকা উপযেলাধীন কাযীপাড়ায় সোনামণি যেলা সম্মেলন ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর প্রধান উপদেষ্টা ওছমান গণী মাস্টারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ সিরাজুল ইসলাম। কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক রবীউল ইসলাম ও মুহাম্মাদ মুঈনুল ইসলাম। সম্মেলনে কুরআন তেলাওয়াত করে সাদীকুল ইসলাম ও ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করে সা'দিয়া আখতার। সম্মেলন উদ্বোধনী বক্তব্য পেশ করেন যেলা 'সোনামণি'র পরিচালক আব্দুল রাযযাক। সঞ্চালক ছিলেন 'সোনামণি'র সহ-পরিচালক আব্দুল আউয়াল। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'আন্দোলন', 'যুবসংঘ ও 'সোনামণি'র বিভিন্ন পর্যায়ের দায়িত্বশীলবৃন্দ। সম্মেলনে বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন সভাপতি ও অতিথিবৃন্দ। উল্লেখ্য যে, কুরআন তেলাওয়াত, আযান ও ইসলামী জাগরণীসহ মোট ৩টি বিষয়ে প্রতিযোগিতায় মোট ৯ জন বিজয়ীকে বিশেষ পুরস্কার ও অন্যদের উৎসাহ পুরস্কার দেওয়া হয়।

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর বিভিন্ন স্তরের তিনজন দায়িত্বশীলের পিএইচ.ডি. ডিগ্রি অর্জন

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর বিভিন্ন স্তরের তিনজন দায়িত্বশীল রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচ.ডি. ডিগ্রি অর্জন করেছেন। গত ১৪ই নভেম্বর ২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত রাবির ৫০২তম সিন্ডিকেট সভায় তাঁদের এই ডিগ্রি অনুমোদিত হয়। তারা হলেন,

১. 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহীর সাবেক ছাত্র ও বর্তমান সহকারী শিক্ষক মুখতারুল ইসলাম। তার গবেষণা শিরোনাম ছিল 'ইহসান ইলাহী যহীর : ইসলামী আক্বীদা প্রতিষ্ঠায় তাঁর অবদান'। গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের প্রফেসর ড. ইফতিখারুল আলম মাসউদ। পরীক্ষক ছিলেন ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কুষ্টিয়ার আল-কুরআন এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের প্রফেসর ড. আ.ব.ম. সাইফুল ইসলাম সিদ্দীকী এবং ভারতের আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের অধ্যাপক ড. মুহাম্মাদ মশিহুর রহমান।

২. 'সোনামণি' সংগঠনের কেন্দ্রীয় পরিচালক, 'সোনামণি প্রতিভা'র সম্পাদক ও আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া রাজশাহীর সহকারী শিক্ষক মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম। তার গবেষণা শিরোনাম ছিল 'ছফিউর রহমান মুবারকপুরী : সীরাত সাহিত্যে তাঁর অবদান'। গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের প্রফেসর ড. ইফতিখারুল আলম মাসউদ। পরীক্ষক ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ শহীদুল ইসলাম ও ভারতের বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের প্রধান প্রফেসর ড. আশফাক আহমাদ।

৩. 'হাদীছ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ'-এর গবেষণা বিভাগের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও নওদাপাড়া মাদ্রাসার সাবেক ছাত্র আহমাদ আব্দুল্লাহ নাজীব। তাঁর গবেষণা শিরোনাম ছিল 'হাদীছের বিশুদ্ধতা নিরূপণে মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন আলবানী (রহ.)-এর অবদান : একটি তাত্ত্বিক পর্যালোচনা'। তার গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আব্দুস সালাম এবং ড. মুহাম্মাদ সেতাউর রহমান। পরীক্ষক ছিলেন ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কুষ্টিয়ার আরবী ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের প্রফেসর ড. আবু সাঈদ মুহাম্মাদ আলী এবং ভারতের গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. মুহাম্মাদ নাজমুল হক। তিনি মুহতারাম আমীরে জামা'আত প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব-এর দ্বিতীয় পুত্র। তারা সকলের দো'আপ্রার্থী।

শিশুদের সমস্যায় আট যরূরী পরামর্শ

অধ্যাপক আবিদ হোসাইন মোল্লা
শিশু বিশেষজ্ঞ, বারডেম হাসপাতাল, ঢাকা।

শিশুদের ব্যস্ত রাখুন নানা কাজে, পরিচ্ছন্নতা শেখান। শিশুদের কিছু ছোটখাটো সমস্যা হরহামেশাই হয়। এ ধরনের সমস্যা ও অসুস্থতায় বাড়িতে থাকাই ভালো। ঘরোয়া চিকিৎসায় কাজ না হলে টেলিফোন বা টেলিমেডিসিনে পরামর্শ নিন। খুব যরূরী না হলে হাসপাতালে বা ক্লিনিকে যাবেন না।

১. নাক বন্ধ, নাক দিয়ে পানি পড়া : স্বাভাবিক তাপমাত্রার পানিতে বা নরমাল স্যালাইনে এক টুকরো তুলা ভিজিয়ে দৈনিক কয়েকবার নাক দুটো পরিষ্কার করে দিন। এতে সমাধান না হলে জাইলোমেটাজলিন/রাইনেক্স (০.০২৫%) নাকের ড্রপ ১ ফোঁটা করে প্রতি নাকে দিলে দ্রুত নাক খুলে যাবে। তবে এটা বারবার ব্যবহার না করাই ভালো। নাক দিয়ে পানি পড়লে পরিষ্কার করে দিন বারবার।

২. পাতলা পায়খানা : বাড়িতে খাওয়ার স্যালাইন রাখুন। পাতলা পায়খানা হলে প্রতিবার পায়খানার পর স্যালাইন খাওয়াবেন। ১ বছরের কম বয়সী শিশুদের ক্ষেত্রে প্রতিবার স্যালাইনের পরিমাণ হবে ৮ থেকে ১০ চামচ, ১ বছরের বেশি শিশুদের দিতে হবে ১০ থেকে ২০ চামচ। বুকের দুধ এবং বাড়িতে তৈরি খাবার আগের মতোই দেবেন। কেনা খাবার, টিনের খাবার, বাসি খাবার ও বোতলে করে কোন খাবার দেবেন না। খেয়াল রাখবেন, শিশুর ঠিকমতো প্রস্রাব হচ্ছে কি না এবং প্রাণচাঞ্চল্য কেমন। যদি প্রস্রাবের পরিমাণ কমে যায়, শিশু দুর্বল ও অচঞ্চল হয়ে পড়ে, তবে চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।

৩. বমি : কোন কারণে বারবার বমি হলে ডমপেরিডোন সাপোজিটরি (১৫ মি.গ্রা.) অর্ধেক বা একটা পায়ুপথে দিন। যদি বমি বন্ধ না হয়, প্রস্রাব বা চাঞ্চল্য কমে যায়, তাহলে চিকিৎসকের পরামর্শ নিন। শিশুকে জোর করে খাওয়ানোর দরকার নেই।

৪. অবিরাম কান্না : অনেক ছোট শিশু এমন অবিরাম কান্না করতে থাকে যে ভয় পাইয়ে দেয়। তার মাথার দিকটা খাড়া করে কোলে নিয়ে হাঁটুন, ঘরের ভেতরে বদ্ধ পরিবেশে থাকলে বারান্দায় নিয়ে আসুন। পায়খানা করেছে কি না, পেট

ফাঁপা খেয়াল করুন। কান দেখুন পুঁজ কিংবা সংক্রমণ আছে কি না। কান্না না থামলে সাইমেথিকন/ফ্লাকল ড্রপ ১০ থেকে ১৫ ফোঁটা খাইয়ে অপেক্ষা করুন। বারবার লক্ষ করুন। সমস্যা বেগতিক মনে হলে চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

জ্বর হলে হালকা গরম পানিতে গামছা ভিজিয়ে মাথাসহ পুরো শরীর মুছে দিন।

৫. পায়খানা না হওয়া : কোষ্ঠকাঠিন্য হলে শিশুরা পেটব্যথায় কষ্ট পায়। দু-তিন দিন ধরে মলত্যাগ না করলে গ্লিসারিন সাপোজিটরি (ছোটদের সাইজ) একটা পায়ুপথে ঢুকিয়ে ধরে রাখুন। কিছুক্ষণ পরপর ১ থেকে ২ চামচ পানি বা শরবত খাওয়ান। মাংস, ভাজাপোড়া খাবার কমিয়ে সবজি-ফলমূল দিতে চেষ্টা করুন।

৬. শরীরে র‍্যাশ, চুলকানি : গরমে অনেক শিশুর ত্বকে র‍্যাশ ও চুলকানি হয়। হালকা গরম পানিতে গামছা ভিজিয়ে পুরো শরীর মুছে দিন। এতে না কমলে সিরাপ হাইড্রক্সিজিন/আরটিকা আধা চামচ দৈনিক দুবার খাওয়ান। ২ থেকে ৩ দিন এভাবে খাওয়ান।

৭. কাশি : হালকা গরম পানির সঙ্গে লেবুর রস, অল্প চিনি আর কয়েকটা চায়ের পাতা মিশিয়ে ১ থেকে ২ চামচ করে শিশুকে খাওয়ান। ভিটামিন সি সমৃদ্ধ খাবার যেমন কমলালেবুর রস দিলে ভালো।

৮. জ্বর : এ সময় শিশুদের সাধারণ জ্বরও হচ্ছে। জ্বর হলে হালকা গরম পানিতে গামছা ভিজিয়ে মাথাসহ পুরো শরীর মুছে দিন। সিরাপ প্যারাসিটামল ড্রপ (৪ থেকে ৮ মাস বা তার কম বয়সী হলে ১ মিলি, ৯ থেকে ১২ মাস হলে ১.৫ মিলি, ১ থেকে ৩ বছর বয়সীদের দেড় চামচ) খাইয়ে দিন। বেশি বেশি পানি, শরবত, ডাবের পানি, খাওয়ার স্যালাইন ইত্যাদি দিন। জ্বরের সঙ্গে খিঁচুনি হলে ট্যাবলেট ডায়াজিপাম (৫ মিলিগ্রাম) অর্ধেক বড়ি দৈনিক ২ থেকে ৩ বার প্যারাসিটামলের সঙ্গে দেবেন।

[দৈনিক প্রথম আলো, ১২ই এপ্রিল ২০২০]

ভাষা শিক্ষা

খাদ্যদ্রব্য

আবু তাহের
কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক, সোনামণি।

আটা- دَقِيْقٌ - Coarse-flour (ক্যার্স ফ্লাওয়ার)

কলিজা - كَبِدٌ - Liver (লিভার)

খাদ্য - طَعَامٌ - Food (ফুড)

গম - قَمْحٌ - Wheat (উঈট)

গুড় - دِبْسٌ - Molasses (মোল্যাসিজ)

গোশত - لَحْمٌ - Meat (মীট)

ঘি - سَمْنٌ - Ghee (ঘী)

ঘোল - مَصْلٌ - Whey (ওয়েই)

চাউল - رُزٌّ - Rice (রাইস)

চিনি - سُكَّرٌ - Sugar (সুগার)

চা - شَايٌ - Tea (টী)

ঝোল - مَرَقَةٌ - Broth (ব্রথ)

ডিম - بَيْضٌ - Egg (এগ)

ডাল - عَدَسٌ - Pulse (পালস্)

? কুইজ

১. ইবাদত কাকে বলে?
উ:.....

২. ক্বিয়ামতে পূর্বে কতজন মিথ্যাবাদী নবীর আবির্ভাব ঘটবে?
উ:.....

৩. পৃথিবীর উপরিভাগের উপাদান সমূহের মধ্যে কত ভাগ অক্সিজেন রয়েছে?
উ:.....

৪. 'জামা'আতবদ্ধ জীবন হল-
উ:.....

৫. কে গলার ভিতরে আঙ্গুল ঢুকিয়ে দিয়ে পেটের সব জিনিস বমি করে ফেলে দিলেন?
উ:.....

৬. কোন সময়ের দো'আ আল্লাহ্র দরবার হতে ফেরত দেওয়া হয় না?
উ:.....

৭. পাথারিয়া পাহাড়ের পূর্ব নাম কী?
উ:.....

৮. আল্লাহ বান্দার সাহায্যে কতক্ষণ থাকেন?
উ:.....

৯. পাঁচটি ডলার কুড়িয়ে পাওয়ার চেয়ে কোন ডলার অধিক মূল্যবান?
উ:.....

১০. শিশুর পাতলা পায়খানা হলে প্রতিবার পায়খানার পর কী খাওয়াবেন?
উ:.....

এ অংশটি কেটে পাঠাতে হবে।

❑ কুইজপত্র জমা দেয়ার শেষ তারিখ : আগামী ১৫ই ফেব্রুয়ারী ২০২১।

গত সংখ্যার কুইজের সঠিক উত্তর

(১) যা নিয়মিত করা হয়। যদিও তা কম হয় (২) রশিতে বাঁধা উটের মত (৩) মানুষের চেহারা নিয়ে পিঁপড়া সদৃশ (৪) তীন বা ডুমুর গাছ (৫) আল-আমীন (বিশ্বস্ত ও আমানতদার) (৬) আঠারো গুণ (৭) যে মিথ্যা পরিহার করে মযাক করে হলেও (৮) যে ব্যক্তি উত্তমরূপে ওযূ করে কালেমায়ে শাহাদত পাঠ করবে (৯) রোমানিয়া (১০) রেললাইনের ওপর লাল মাফলার টেনে ধরে ।

গত সংখ্যার কুইজ বিজয়ীদের নাম :

১ম স্থান : রাফিয়া তাবাস্সুম, ১০ শ্রেণী
সৃষ্টি সেন্ট্রাল স্কুল এন্ড কলেজ, রাজশাহী।

২য় স্থান : মীম আখতার, ৫ম শ্রেণী
শিমুল দাইড় বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়
সিরাজগঞ্জ।

৩য় স্থান : যাকিরুল ইসলাম, ৩য় (খ)
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

উত্তর পাঠানোর ঠিকানা

সম্পাদক
সোনামণি প্রতিভা
নওদাপাড়া, সপুরা, রাজশাহী।
মোবাইল নং : ০১৭১৫-৭১৫১৪৩

নাম :
প্রতিষ্ঠান :
শ্রেণী :
ঠিকানা :
মোবাইল :

সোনামণির ১০টি গুণাবলী

❍ জামা'আতের সাথে আউয়াল ওয়াক্তে ছালাত আদায় করা।

❍ পিতা-মাতা, শিক্ষক-মুরব্বী, পরিচিত-অপরিচিত সকল মুসলমানকে সালাম দেওয়া ও মুছাফাহা করা এবং মুসলিম-অমুসলিম সকলের সাথে হাসিমুখে কুশল বিনিময় করা।

❍ ছোটদের স্নেহ করা ও বড়দের সম্মান করা। সদা সত্য কথা বলা। সর্বদা ওয়াদা পালন করা ও আমানত রক্ষা করা।

❍ মিসওয়াক সহ ওযূ করে ঘুমানো ও ঘুম থেকে উঠে ভালভাবে মিসওয়াক সহ ওযূ করা এবং প্রত্যহ সকালে উন্মুক্ত বায়ু সেবন ও হালকা ব্যায়ামের মাধ্যমে স্বাস্থ্যবান হওয়া।

❍ নিয়মিত পাঠ্যপুস্তক অধ্যয়ন করা এবং দৈনিক কিছু সময় কুরআন-হাদীছ ও ইসলামী সাহিত্য পাঠ করা।

❍ সেবা, ভালবাসা ও আনুগত্যের মাধ্যমে নিজেকে আদর্শ হিসাবে গড়ে তোলা।

❍ বৃথা তর্ক, ঝগড়া-মারামারি এবং রেডিও-টিভির বাজে অনুষ্ঠান ও অসৎ সঙ্গ এড়িয়ে চলা।

❍ আত্মীয়-স্বজন ও পাড়া-প্রতিবেশীর সাথে সুন্দর ব্যবহার করা।

❍ সর্বাবস্থায় আল্লাহর উপরে ভরসা করা এবং যে কোন শুভ কাজ 'বিসমিল্লাহ' বলে শুরু করা ও 'আলহামদুলিল্লাহ' বলে শেষ করা।

❍ দৈনিক বাদ ফজর কমপক্ষে ১৫ মিনিট কুরআন তেলাওয়াত ও দীনিয়াত শিক্ষা করা।

Contents

শিক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ কিছু পাঠ্য বই

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

রাজশাহী অফিস : নওদাপাড়া (আমচত্বর), ফোন : ০২৪৭-৮৬০৮৬১ মোবাইল : ০১৭৭০-৮০০৯০০ (ইমো,) ০১৮৩৫-৪২৩৪১০।
Email : tahreek@ymail.com ঢাকা অফিস : ২২০ বংশাল, মোবাইল : ০১৮৩৫-৪২৩৪১১ (বিকাশ)।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বিশুদ্ধ ও চিরন্তন আদর্শের প্রচার-প্রসার এবং সোনামণিদের সুপ্ত প্রতিভা বিকাশের দৃপ্ত অঙ্গীকার নিয়ে অক্টোবর '১২ হ'তে দ্বি-মাসিক ভাবে প্রকাশিত হয়ে আসছে আদর্শ জাতীয় শিশু-কিশোর সংগঠন 'সোনামণি'-এর মুখপত্র

সোনামণি প্রতিভা

নিয়মিত বিভাগ সমূহ :

- বিশুদ্ধ আক্বীদা ও সমাজ সংস্কারমূলক প্রবন্ধ
- এসো দো'আ শিখি
- রহস্যময় পৃথিবী
- যেলা ও দেশ পরিচিতি
- আন্তর্জাতিক পাতা
- আমার দেশ
- যাদু নয় বিজ্ঞান
- হাদীছের গল্প
- গল্পে জাগে প্রতিভা
- একটু খানি হাসি
- বহুমুখী জ্ঞানের আসর
- কবিতা
- সাহিত্যাঙ্গন
- ইতিহাস
- চিকিৎসা
- অজানা কথা
- ম্যাজিক ওয়ার্ড
- মতামত ও প্রশ্নোত্তর
- ভাষা শিক্ষা

আপনার সোনামণির সুপ্ত প্রতিভা বিকাশের পথ সুগম করতে আজই সংগ্রহ করুন

লেখা আহ্বান :

মেধাবী সোনামণি, দায়িত্বশীল এবং নবীন লেখকদের নিকট থেকে 'সোনামণি প্রতিভা'র জন্য উপরোক্ত বিভাগ সমূহে সোনামণিদের পাঠ উপযোগী লেখা আহ্বান করা হচ্ছে। সাথে সাথে সোনামণিদেরকে কলমী জিহাদে উৎসাহিত ও সার্বিক সহযোগিতা করতে অভিভাবকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

মূল্য ১৫ টাকা

৪৫ তম সংখ্যা
জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী

সার্বিক যোগাযোগ :
সম্পাদক : ০১৭২৬-৩২৫০২৯
নির্বাহী সম্পাদক : ০১৭৫৩-৯৭৬৭৮৭